সচিত্র

সুখ নাই কভু এ সংসারে
সুখ আছে মায়ার ওপারে
সুখ বলে তুমি দেখ যারে
সে তোমায় দুঃখ দিবার তরে
আছে সুখের আকার ধরে
সর্ব্বাঙ্গ গিলিবার তরে
যেমন কেহ নাগিনীরে

পুষ্পমালা বলে পরে
তার বিষে সব অঙ্গ জারে
কেবা বাঁচাইবে তারে
সাধু-ধন্বন্তরী বরে
অকপটে আশ্রয় করে
ঝাড়াও বাহিরে অন্তরে
তবে ডুবিবে সুখ-সায়রে।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী

শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী মহারাজ

কর্ত্তৃক সংকলিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রমন্দির হইতে শ্রীঅনন্ত দাস কর্ত্তৃক

পরিবর্দ্ধিত ও প্রকাশিত।

26

"পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননী-জঠরে শয়নম্ ॥
ইহ সংসারে খলু দুস্তরে, কৃপা পারাবারে পাহি মুরারে ॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে ॥"

সচিত্র

ভবকূপে জীবের গতি

(সংশোধিত ও পরিবর্ধিত)

"বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড নিবাসী
শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী মহারাজ
কর্তৃক সংকলিত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রমন্দির হইতে শ্রীঅনন্ত দাস কর্তৃক
পরিবর্ধিত ও প্রকাশিত
৬ষ্ঠ সংস্করণ।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫০৫

প্রচারানুকূল্যে ভিক্ষা—৮ টাকা

উৎসর্গ-পত্র

যাঁহার শ্রীমুখের উপদেশামৃত শ্রবণ করিয়া এই গ্রন্থ সংকলিত
এবং ভবকূপে জীবের পতিত অবস্থা ও ভবকূপ হইতে
উত্তরণোন্মুখতা-চিত্রদ্বয় অঙ্কিত হইয়াছে, সেই পরম
আরাধ্যতম গুরুদেব শৈলকুলাধিরাজ শ্রীশ্রীগোবর্ধন-
তটাশ্রিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীমৎ অদ্বৈতদাস
বাবাজী মহারাজের প্রীত্যর্থে এই গ্রন্থ
গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজার ন্যায় তাঁহার
শ্রীকরকমলে তাঁহারই এই অযোগ্য
শিষ্যকর্তৃক সমর্পিত হইল।

দাসানুদাস

কুঞ্জবিহারী দাস

প্রিণ্টার—
শ্রীশ্যামলাল হাকিম
শ্রীহরিনাম প্রেস, বাগবুন্দেলা, বৃন্দাবন, মথুরা

প্রকাশকের নিবেদন

এই "ভবকূপে জীবের গতি" মদীয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ অনন্তশ্রী কুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী মহারাজের সর্বপ্রথম রচিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি এবং তাঁহার রচিত বিপুল আধ্যাত্মিক-গবেষণামূলক কয়েকটি চিত্রবাণী পড়িয়াই এই জীবাধম তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্বক তাঁহার কৃপায় ব্রজমুকুটমণি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড বাসের সৌভাগ্য লাভ করে। গ্রন্থখানির কলেবর ক্ষুদ্র হইলেও ইহা ভক্তিসাধনোপদেশের এমনি অদ্ভুত চয়নিকা যে, সংসারাসক্ত বিষয়ী মানুষ হইতে ভক্তি সাধনার উচ্চতম অধিকারী মঞ্জরীভাবসাধক পর্যন্ত ইহা সকলেরই উপযোগী ও পরম হিতকারী। তাই গ্রন্থখানির এতই বিপুল চাহিদা যে, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ স্বয়ং ইহার চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। পঞ্চমসংস্করণে ইহাতে মানবদেহের পরিণতির দুইটি চিত্রসহ শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের ভবাটবী বর্ণনা প্রকাশ করার বাসনা তাঁহার ছিল। হঠাৎ তিনি অন্তর্হিত হওয়ায় এই দীন জীবাধমকর্তৃক তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কিঞ্চিৎ বর্ধিত আকারে শ্রীগ্রন্থের পঞ্চমসংস্করণ প্রকাশিত হইলেন। বহু সাবধানতা সত্ত্বেও মুদ্রণের কিছু ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। পরমপূজ্য সুধীভক্তবৃন্দ ভুল ত্রুটী নিজগুণে মার্জনা করিয়া গ্রন্থাস্বাদন করিলে এ অধমের ক্ষুদ্রপ্রয়াস সার্থক হইবে। ইত্যলম্।

ষষ্ঠ সংস্করণের নিবেদন

"ভবকূপে জীবের গতি" গ্রন্থখানিতে আধ্যাত্মিকতার এমনি আলোকসম্পাত করা হইয়াছে যে, ইতিমধ্যে পঞ্চম সংস্করণও নিঃশেষিত হওয়ায় ষষ্ঠসংস্করণ প্রকাশিত হইলেন। ইহাতে পঞ্চমসংস্করণের ভুলভ্রান্তি যথাসম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। কাগজ ও মুদ্রণের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিহেতু গ্রন্থের মূল্য বর্ধিত করিতে বাধ্য হইলাম। সুধীজন ত্রুটী মার্জনা করিবেন। প্রকাশক—।

সূচীপত্র

(ক) প্রথম চিত্র-পরিচয়—

(খ) দ্বিতীয় চিত্র-পরিচয় —

—*০*—

সচিত্র

অনাদি ভগবদ্-বৈমুখ্যদোষে স্বীয় স্বরূপের অননুসন্ধানহেতু দেহে আত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন ভবকূপে নিপতিত জীবের অবস্থা

প্রথম চিত্র-পরিচয় { প্রথমচিত্রে স্বর্গ ও নরকের নিশান
দ্বিতীয় চিত্রে অপবর্গের নিশান

মৃগয়ার্থে গভীর অরণ্যে প্রবিষ্ট কোন এক ব্যক্তি অলক্ষিতে কোন একটি কূপমধ্যে পতিত হইয়া কূপপার্শ্বস্থিত দুইদিকের দুইগুচ্ছ তৃণ অবলম্বন করিয়া মধ্যপথে অবস্থান করিতে লাগিল। নিম্নে জল-মধ্যে সর্প এবং উপরে একটি ব্যাঘ্র যেন তাহাকে ভক্ষণ করিবার আশায় মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। আবার যে তৃণগুচ্ছ তাহার জীবন-রক্ষার আশ্রয়,তাহার মূলগুলিকেও যেন একটী সাদা ও একটী কাল-বর্ণের মূষিক কাটিয়া দিতেছে। এইপ্রকার ভয়ানক অবস্থা জানিয়াও সে তৃণোদ্ভবপুষ্প হইতে যে মধুবিন্দু অর্থাৎ সংসারের ভোগ্য বিষয়রূপ মধুচক্র হইতে যে জড়ীয় সুখরূপ মধুবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে, তাহার আস্বাদ-মাদকতায় মত্ত হইয়া এহেন মহাদুঃখকর অবস্থাকেও পরমসুখ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ অধঃ উর্দ্ধ্ব দুইদিকে (নিম্নের আকর্ষণ

নরক, উর্দ্ধে'র আবর্মণ স্বর্গ) মৃত্যু দেখিয়াও দেখিতেছে না, শুনিয়াও শুনিতেছে না।

চতুর্বিংশতত্ত্বে গঠিত স্থূল ও সূক্ষ্মদেহরূপ কূপে নিপতিত মায়ামুগ্ধ বদ্ধ জীবেরও এই অবস্থা। পরমায়ুরূপ তৃণগুচ্ছ যাহা দিবারাত্রিরূপ মূষিকদ্বয় হরণ করিতেছে। তৃণোদ্ভব পুষ্প মধুচক্র হইতে অর্থাৎ শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এই বিষয় (পঞ্চ ভোগ্যপদার্থ) সকলের মাদকতায় মত্ত জীব 'নিত্য কৃষ্ণদাস' এই নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া মায়ার দাসত্ব করিতেছে এবং এই অবস্থাকেই পরম সুখকর মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিষয়-ভোগ করিতেছে।

"দারুণ-সংসারগতি,   বিষয়েতে লুব্ধমতি,
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনু-মন   অচেতন অনুক্ষণ
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুখে॥" (শ্রীনরোত্তম ঠাকুর)

"অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥"
(গীতা ১৬।১৬)

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগাল-ভক্ষ্যে॥ (ভাঃ ২।৭।৪২)

ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন, হে বৎস! সেই অনন্ত ভগবান্ যাঁহাদিগের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারা যদি নিষ্কপটে সর্বতোভাবে তাঁহার চরণে শরণাগত হন, তবেই তাঁহারা দুরন্ত দৈবী-মায়া অতিক্রম করিতে পারেন ; তখন কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য এই দেহে তাঁহাদের 'আমি-আমার' বুদ্ধি থাকে না।

"অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।"
(শ্রুতি)

জীবের স্বরূপ চিদানন্দময় কিন্তু স্বরূপ ভুলিয়া অনীশ (পরাধীন) হইয়াছে এবং জড়রস ভোগেচ্ছায় বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছে। "জীবের স্বরূপ কৃষ্ণদাস অভিমান। দেহে আত্মবুদ্ধি আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

"ঈশ্বর-অংশ জীব অবিনাশী। চেতন অমল সহজ সুখরাশি ॥"
"সো মায়াবশ ভয়উ গোঁসাই। বন্ধোকীর মর্কটকী-নাই ॥
জড় চেতনহি গ্রন্থি পরিগই। যদপি মৃষা ছুটত কঠিনাই ॥"

"বিদ্যাধনাগারকুলাভিমানিনো দেহাদিদারাত্মজনিত্যবুদ্ধয়ঃ।
ইষ্ট্বান্যদেবান্ ফলকাঙ্ক্ষিণো যে জীবন্মৃতাস্তে ন লভন্তে ঈশম্ ॥"

যাহারা বিদ্যা, ধন, গৃহ, কুলাভিমানী এবং দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে নিত্যবুদ্ধিযুক্ত ও অন্য দেব-দেবীর অর্চনা করিয়া যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহাদিগকে জীবন্মৃতই বলিতে হয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি তাহাদের হয় না। (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—টীকা-ধৃত)

"অনাদিসিদ্ধপরতত্ত্বজ্ঞানসংসর্গাভাবের ফল অনাদি-বহির্ম্মুখতা।"
(ভক্তিসন্দর্ভ ১ম অনুচ্ছেদ)

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিস্তন্মায়য়া' ইত্যাদি। (ভাগবত ১১।২।৩৫)

ঈশ্বর-বৈমুখ্য-বশতঃ জীব ঈশ্বরের মায়া-কর্তৃক অস্মৃতি অর্থাৎ নিজের স্বরূপের জ্ঞান হয় না, সেইজন্য বিপর্যয় অর্থাৎ মায়ারচিত ত্রিগুণাত্মক পাঞ্চভৌতিক দেহে আত্মবুদ্ধি করে। দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে অভিনিবেশহেতু ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণকৃপার একটি প্রকার এই যে, পূর্বোক্তমত কৃষ্ণবৈমুখ্য ঘটিলেই শ্রীভগবানের মঙ্গলবিধানে মায়া নিজোন্মুখ (?) সুতরাং কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সেই জীবকে ত্রিতাপ-যন্ত্রণাদি সংসার-দুঃখ বিশেষভাবে অনুভব করায় ও দেয়; সেই বিশেষভাবের উদাহরণ—পূর্বকালে অপরাধের শাস্তিবিধানের এইরূপ একটি রীতি ছিল যে, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সুদীর্ঘ বংশখণ্ডাদির অগ্রভাগে ঝুলাইয়া বাঁধিয়া কয়েকবার নদীর জলে ডুবাইয়া আবার উঠাইয়া পরে বারংবার জলমগ্ন করিত। নিমজ্জিতাবস্থায় শ্বাসবন্ধ হইয়া দণ্ডিতব্যক্তির মনে হইত, এইবারে প্রাণ গেল, কিন্তু তুলিলে সুখ অনুভব করিয়া ভাবিত, এইবার বাঁচা গেল। স্বর্গসুখ ও নরক-দুঃখ এইরূপ।

মায়াগড়া ত্রিগুণময় ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত দেহগুলি ও ভোগবিলাসের উপকরণগুলি ত্রিতাপে ভঁরা, জ্বালায় পূরা। সুতরাং জীব এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে এই সকল (রক্ত, পূয়, পুরীষাদি মলভাণ্ডার নশ্বর ব্যাধিমন্দির) দেহে এই সকল ভোগোপকরণ ভোগ করিয়া সুখ পাইবে কোথায়? মহাদুঃখই বা ত্রিতাপই সুখের সাজ পরিয়া জীবকে সুখ দিবে বলিয়া দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করাইতেছে।

মহামায়াদেবী ঈশ-বিমুখ জীবকে ত্রিতাপজ্বালা বা ক্লেশভোগ করাইবার জন্য নিজের ত্রিগুণের দ্বারা এই সংসার বা চৌদ্দভুবন গড়িয়াছেন। এই চৌদ্দভুবনের অন্তর্গত যাবতীয় দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটাদি দেহ এবং যাবতীয় ভোগবিলাসের বস্তু মহামায়ার ত্রিগুণে গড়া। যথা— "ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত চতুর্দ্দশভুবনানি ভোগায়তনশরীরাণি যাবদ্‌ভোগ্যবস্তূনি এতেষাং কারণরূপপঞ্চীকৃতভূতমাত্রং ভবন্তি।" (বেদান্তসার)

কেহো পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

স্বর্গসুখ স্থায়ী নহে—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" (গীতা ৯ ২১)

পুণ্যভোগের পরিসমাপ্তিতে পুণ্যশীলগণ দেবদেহত্যাগে স্বর্গ-চ্যুত হইয়া মর্ত্যলোকে আসিয়া পুনঃ মনুষ্যদেহ লাভ করেন; আবার পাপাচারিগণ স্থাবর, পশু, কীট, জলচরাদি তির্যগ্‌যোনির পর্যায়ক্রমে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর একবার মনুষ্যদেহ লাভ করে। সুতরাং স্বর্গ ও নরকগত উভয়বিধ জীবই মনুষ্যসমাজে সংমিশ্রিত আছে। শাস্ত্র তাহা চিনিবার পক্ষে কতিপয় লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

"স্বর্গ স্থিতানামিহ জীবলোকে চত্বারি চিহ্নানি বসন্তি দেহে।
দানপ্রসঙ্গো মধুরা চ বাণী দেবার্চ্চনং ব্রাহ্মণতর্পণঞ্চ॥"

স্বর্গ হইতে আগত ব্যক্তির চারিটি চিহ্ন—দানশীলতা, মধুর-বাক্য, দেবার্চন এবং ব্রাহ্মণ-তর্পণ, অর্থাৎ (পূজ্যব্যক্তিতে সম্মান-প্রদর্শন) ব্রাহ্মণ-ভোজন।

"অত্যন্তরোষঃ কটুকা চ বাণী উচ্চৈহরতির্নীচজনৈঃ প্রসঙ্গঃ।
কার্য্যে নিবৃত্তিঃ সুজনেষু নিন্দা এতদ্ধি চিহ্নং নরকাগতস্য॥"

নরক হইতে আগত ব্যক্তির চিহ্ন—অত্যন্ত ক্রোধ, কটুভাষী, গুরুজনে অশ্রদ্ধাবান্, নীচাসক্ত, সৎকার্যে বিঘ্নকারী ও সজ্জননিন্দুক। (গীতা-১৬ অধ্যায় দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগে উভয়ের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)

স্বকর্মসূত্রে বদ্ধ জীব চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীভগবানের বিশেষ ইচ্ছায় মনুষ্যদেহ একবার লাভ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।২৫ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা-ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বাক্য, যথা—

"অশীতিঞ্চ চতুশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্তং মানুষং বিবুধেপ্সিতম্ ॥
তদপ্যফলতাং যাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্।
বরাকানামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্ ॥"

অর্থাৎ চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে জীব একবার দেবগণের ঈপ্সিত মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। সেই প্রসিদ্ধ মনুষ্যজন্মও আত্মাভিমানী ক্ষুদ্র জনগণের শ্রীগোবিন্দচরণদ্বয় আশ্রয় না করা হেতু অফলদ বা ব্যর্থ হইয়া থাকে। "মানুষং" এই পদে এবং "তৎ" এই শব্দে একবচন হওয়াতে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে মাত্র একবারই মনুষ্যজন্ম লাভ হয়—ইহাই জ্ঞেয়।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও গরুড়পুরাণে বর্ণিত—"চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ", কিন্তু প্রমাণশিরোমণি শ্রীভাগবত ১১শ স্কন্ধে "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীগোবিন্দের উক্তিতেই মনুষ্যদেহ সুলভ বলিয়া পুনরায় সুদুর্লভ বলায় আনুক্রমিক চতুর্লক্ষবার মানবদেহধারণ সম্ভব নহে। এ বিষয়ে ভাঃ ৩।২৮।৩৮ শ্লোকের টীকায় বর্ণিত দৈবশব্দে পূর্ব-সংস্কারবশে জীবদেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, দৈবই দেহান্তরপ্রাপ্তির কারণ, নরদেহ লাভ করিলেই তাহার চারিলক্ষ দেহ হইতে পারে না। প্রারব্ধ কর্মানুসারেই দেহ লাভ হয়।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাপুরবাসী সমবেত মুনি সজ্জন-বৃন্দের সভায় বলিয়াছেন—

"আকর চার লাখ চৌরাশী। যোনি ভ্রমত অহ জীব অবিনাশী ॥
ফিরত সদা মায়াকে প্রেরে! কাল-কর্ম্ম-স্বভাব গুণ ঘেরে ॥
কবহুঁক করি করুণা নর দেহি। দেত ঈশ বিনু হেতু সনেহী ॥"

(তুলসীকৃত রামায়ণ)

আকার চারি যথা—১। অণ্ডজ, ২। জরায়ুজ, ৩। স্বেদজ, ৪। উদ্ভিজ।

চৌরাশী লক্ষ যোনি যথা—

"বিশ লাখ স্থাবর সব জানৌ। নয় লাখ সব জলচর মানৌ॥
এগার লাখ কূর্ম্ম কবি গায়ে। পক্ষিগণ দশ লাখ বতায়ে॥
তিশ লাখ পশু জানহু ভাই। চারি লক্ষ বানর সুখদাই॥
যব অহ চৌরাশী ঘট যাবৈ। তব্ মনুষ্য কো তনু কহঁ পাবৈ॥"

"স্থাবরা বিংশলক্ষাণি জলজা নবলক্ষকাঃ।
কৃমিজা রুদ্রসংখ্যানি দশলক্ষাণি পক্ষিণঃ॥
পশুস্ত্রিংশতিলক্ষাণি চতুর্লক্ষাণি বানরাঃ॥"

মতান্তরে--"স্থাবরা বিংশলক্ষঞ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ।
কৃমিজা রুদ্রলক্ষঞ্চ পঞ্চলক্ষঞ্চ বানরাঃ॥
পশুজা নবলক্ষঞ্চ ত্রিংশল্লক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ॥"

তত্রৈব মানবজন্ম (ভঃ সঃ ধৃত শাস্ত্রবাক্যম্)

পশু হইতে মানুষের ভেদ—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনানি সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মস্তু তেষাং কথিতো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পশু ও মনুষ্যের মধ্যে সাধারণ ধর্মই একমাত্র উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য! ধর্মহীন মানব পশুতুল্য!

মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ—

মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ একমাত্র হৃদয়বত্তা বা সহৃদয়তা দ্বারা; বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, রূপ, কুল, ধনসম্পত্তি ও অর্থাদিদ্বারা নহে। যিনি যত সহৃদয় অর্থাৎ পরদুঃখে দুঃখী ও পর-সুখে সুখী, তিনি তত বড়।

কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করিলে যেমন সোনা চেনা যায়, স্বার্থের সহিত ঘর্ষণ করিলে তেমনি মানুষ চেনা যায়।

'সন্ত হৃদয় নবনীত সমানা'। কহা কোবিদ পর কহে ন জানা ॥
নিজ পরতাপে গলে নবনীতা। পর পরিতাপে সন্ত সুপুনিতা ॥
(রামায়ণ)

ন্যায়-মীমাংসাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য থাকিলেও ভক্তিহীন হইলে পশুতুল্য ; তদনুগত জনগণও তদ্রূপ (শ্রীভাগবত ৩।২১।১৬ সারার্থ-দর্শিনী টীকা)

ধর্মের সংজ্ঞা —"বেদপ্রণিহিতোধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্‌বিপর্য্যয়ঃ"

বেদবিহিত আচরণই ধর্ম, তাহার বিপর্যই অধর্ম। বস্তুতঃ বর্ণা-শ্রমধর্ম, যাগ, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সংযম, নিয়ম এবং ব্রতাদি ধর্মের প্রকৃতস্বরূপ নহে, ধর্মসাধনের ইহা এক একটি উপায়মাত্র। এইজন্যই শাস্ত্র ভগবদ্ভক্তিকেই পরমধর্ম বলিয়াছেন। যথা—শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৫ শ্লোকে বর্ণিত—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥"　　ইত্যাদি

যে ধর্ম হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্বপ্রকার বিঘ্নদ্বারা অনভিভূতা ফলাভিসন্ধানরহিতা অহৈতুকী ভক্তি উদয় হয়, তাহাই জীবের পরম-ধর্ম। এইরূপ ভক্তিদ্বারাই আত্মপ্রসাদ অনুভব হয়। আত্মপ্রসাদ— "সর্বদুর্বিষয়বৈমুখ্যাপাদক ভগবদ্রূপগুণমাধুর্যানুভব জ্ঞানময়।"

"বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণীব্যভিচারবৎ ॥

শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত ক্রিয়াসকল যদি হরিভক্তির সম্বন্ধ বর্জন-পূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই সকল ধর্মানুষ্ঠানের ক্লেশভোগমাত্রই ফল হইয়া থাকে। অধিকন্তু উহা কুলটা রমণীর ব্যভিচার সদৃশই দোষাবহ।

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিয়াও রৌরবে পড়ি মজে ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

**"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥"**

প্রাণহীন দেহকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিলে যে প্রকার লোকরঞ্জকত্ব হয়, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তিহীন জনের উচ্চকুলে জন্ম, উচ্চপদে অধিষ্ঠিতত্ব, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, জপ তপস্যাদিও লোকরঞ্জকত্ব হইয়া থাকে ।

'নরতনু ভজনের মূল' (শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর)

অজ্ঞান, মূঢ়তাহেতু পশু আদি তির্যগ্‌দেহ এবং জ্ঞানবিশিষ্ট হইলেও ভোগপ্রবণতাহেতু বিষয়-বৈরাগ্য অভাবে দেবদেহ ভজন সাধনের উপযোগী নহে । কেবলমাত্র মনুষ্যদেহই উপযোগী । এইজন্যই মানবদেহকে সুরদুর্লভ বলা হইয়াছে ।

'বড়ে ভাগ্যে মানুষ তনু পায়া ।
সুরদুর্ল্লভ সদ গ্রন্থন গাবা ॥' (তুলসীকৃত রামায়ণ)

তন্মধ্যেও ভারতবর্ষে মানবদেহ লাভ অতি দুর্লভ । সেইজন্যই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রার্থনা করিতেছেন—**"হা হন্ত ভারতভূমৌ কদা নৃজনুষো ভূত্বা বয়ং কৃষ্ণং ভজন্তঃ ক্ষণমাত্রেণৈব বৈকুণ্ঠং প্রাপ্স্যামেতি ।"** (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।২৪ সারার্থদর্শিনী টীকা) ।

অর্থাৎ "হায় হায় ! আমরাও বাঞ্ছা করি, ভারতভূমিতে কখন মানুষ-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণভজন করিলেও বৈকুণ্ঠে গমন করিব ।" (ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য শ্রীভাগবত ৫।১৯।২০-২৭ শ্লোক এবং শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃত ২য় খণ্ডে গোপকুমারের কাহিনী দ্রষ্টব্য) ।

মানুষের সাধন-ভজনদ্বারা ভগবানকে লাভ করার যেমন যোগ্যতা আছে, তেমনি পাপকর্মদ্বারা নরকে যাইবারও যোগ্যতা আছে এবং শুভকর্মদ্বারা স্বর্গ-সুখ লাভেও তেমনি যোগ্যতা আছে বলিয়া শাস্ত্র মনুষ্যদেহকে স্বর্গ, নরক ও অপবর্গের নিশান বলিয়াছেন ।

'অপবর্গ' বলিতে এস্থলে শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি ; ভক্তি-বিঘাতক মোক্ষ নহে। (ভাঃ ৭।১৩।২১ সারার্থদর্শিনী টীকা)।

ভগবন্মায়া বিমোহিত, ভগবৎপ্রসঙ্গে রুচিহীন দেবতাগণের অনর্গল ভোগস্পৃহা এতই প্রবল যে ইহারা সূক্ষ্মাংশে (সৃষ্টিকার্যবিধানে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রীরূপে) মানবদেহে থাকিয়া সর্বদা বিষয়ভোগে তৎপর থাকেন এবং ভগবদ্ভক্তগণকে নানা বিঘ্ন দেখাইয়া ভজনপথ হইতে নিবৃত্তির চেষ্টা করেন। যথা—

"ইন্দ্রিয় দ্বার ঝরোখা নানা। তহঁ তহঁ সুর বৈঠে করি থানা ॥
আবত দেখি বিষয় বয়ারী। তে হঠি দেহি কপাট উঘারী ॥
ইন্দ্রিয় সুরহ্ন ন জ্ঞান সুহাই। বিষয়-ভোগপর প্রীতি সদাই ॥
বিষয় সমীর বুদ্ধি কৃত ভোরী।"(তুলসীকৃত রামায়ণ-জ্ঞানদীপক)

"ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোহন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি ॥" ভাঃ ১১।৪।১০)

হে প্রভো! আপনার সেবকেরা দেবস্থান স্বর্গ অতিক্রম করিয়া আপনার পরমপদে উপনীত হন ; সুতরাং তাহাতে সুরকৃত বিঘ্ন থাকিবেই ; দেবগণের উদ্দেশ্যে কুশের উপর পবিত্র পুরোডাসাদি যে দান করে, তাহার সে বিঘ্ন নাই ; পরন্তু আপনি যাহার রক্ষক, সেই ভক্তগণ সমস্ত বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকেন।

ন বেত্ত্যসৌ ভাগবতং প্রভাবং যদঙ্ঘ্রিজা রেণুকণাঃ স্মরন্তঃ।
রক্ষঃপিশাচগ্রহভূতরোগান্ বজ্রোপমান্ দিক্ষু বিলাপ্য যান্তি ॥

(শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় ১৩।১২)

পৃথিবীদেবী বলিতেছেন—হে বৎস প্রহ্লাদ! তোমার পিতা নিশ্চয় ভগবদ্ভক্তের মহিমা অবগত নহেন। দেখ, মনুষ্যগণ হরিভক্তদিগের পদধূলির একটি কণিকামাত্র স্মরণ করিয়া বজ্রের তুল্য কঠিনকায়

রাক্ষস, পিশাচ, গ্রহ, ভূত এবং ব্যাধিদিগকে নানাদিকে তাড়াইয়া দিয়া গমন করিয়া থাকেন।

"কিবা সে করিতে পারে,   কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

বিষয় সকলের উপভোগদ্বারা বাসনার উপশম হয় না ; অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বরং বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। (ভাঃ ৯।১৯।১৪)

ভগবন্মাধুর্য ও সেবারস আস্বাদনব্যতীত ভোগবাসনা উন্মূলিত হয় না। (ভাঃ ৩।১১।২০ সারার্থদর্শিনী টীকা)।

"শ্রীভগবান্ তাবৎ অসাধারণ-স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যতত্ত্ববিশেষঃ"

(ভাঃ ১০।১২।২১ লঘুতোষণী টীকা)

অর্থাৎ অসাধারণ স্বরূপ-ঐশ্বর্য মাধুর্যময় তত্ত্ববিশেষকে ভগবান্ বলা হয়।

নির্বিশেষজ্ঞানে শুদ্ধ-স্বরূপের, সম্ভ্রম-গৌরবযুক্তজ্ঞানে ঐশ্বর্য-স্বরূপের এবং শুদ্ধ প্রীতিময়জ্ঞানে মাধুর্যস্বরূপের অনুভব হয়। (ঐ)

'মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার।' (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য)

'জগৎ ব্যাপক হরি,   অজ-ভব আজ্ঞাকারী,   মধুর মুরতি লীলাকথা।
(স্বরূপাংশ)   (ঐশ্বর্য্যাংশ)   (মাধুর্য্যাংশ)
এই তত্ত্ব জানে যেই,   পরম উত্তম সেই,   তার সঙ্গ করিহ সর্ব্বথা ॥'
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

রাজা যেমন রাজনীতি (আইন) রূপে সমগ্র রাজ্য ব্যাপিয়া প্রতি ঘরে ঘরে প্রত্যেক প্রজার অন্তরে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং সবিশেষরূপে রাজদরবারে (বৈঠকখানায়) মন্ত্রী আদি পরিজনসহ রাজোচিতবেশে অবস্থান করত রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য যথাবিধি-রূপে সম্পাদন করেন, আবার যথাবসরে রাজপরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তে বিশ্রামের জন্য সাধারণবেশে অন্দরমহলে প্রবেশ করত নিজ পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রাদি বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া

পরম শান্তি লাভ করেন ; তদ্রূপ অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের অঙ্গকান্তি নির্বিশেষ ব্রহ্ম অর্থাৎ চিন্মাত্র সত্ত্বারূপে 'বাহ্যাবাস' অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এবং প্রতি জীবহৃদয়ে নিজ অংশবৈভব অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে অবস্থান করিয়া থাকেন (ইহা স্বরূপতত্ত্ব)। 'মধ্যমাবাস'—ঐশ্বর্যময় ধাম বৈকুণ্ঠে নিজ বিলাসমূর্তি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণরূপে সপরিবারে অবস্থান করত আশ্রিত সেবকবৃন্দের লালন, দুষ্টের দমন, বিধিধর্ম মর্যাদা-সংরক্ষণ আদি যাবতীয় কার্য-সম্পাদন করেন (ইহা ঐশ্বর্যতত্ত্ব)। এবং স্বয়ংরূপে ভয়-সম্ভ্রমাদিব্যঞ্জক চক্র-গদাদি অস্ত্র সংগোপনপূর্বক সর্বচিত্তাকর্ষক, দ্বিভুজ, মুরলীধর, গোপবেশ শ্রীনন্দনন্দনরূপে শুদ্ধ মাধুর্যময় 'অন্তপুর' শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করত নিজ অন্তরঙ্গ প্রিয় মাতা, পিতা, সখা, প্রেয়সী আদি পরিবারবর্গকে নিত্য নব নব সুখ-সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়া স্বয়ং সুখস্বরূপ হইয়াও সুখ-আস্বাদনে বিভোর রহিয়াছেন (ইহা মাধুর্যতত্ত্ব)।

'নিজ সম সখাসঙ্গে, গোগণ-চারণ রঙ্গে, বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যাঁর বেণুধ্বনি, স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণী, পুলক কম্প বহে অশ্রুধার ॥'

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২১শ পঃ)

"অবিচিন্ত্যৈশ্বর্য্যে শ্রীকৃষ্ণে একক্ষণে স্থলত্রয়বর্ত্তিত্বং নাসম্ভবম্ ॥"

—শ্রীপাদ বিশ্বনাথঃ ।

অর্থাৎ অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এক সময়েই তিন স্থানে থাকিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে ইহা কিছুই অসম্ভব নহে।

ভক্তির ত্রিবিধ ভেদ—(১) সর্বভূতে পরমাত্মারূপে শ্রীহরির ভজন করার নাম মোক্ষাভিসন্ধিনী ভক্তি (শান্তভাবের ভক্তগণ) স্বরূপের উপাসনা।

(২) আত্মত্রাণ-কামনায় ঈশ্বরজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ভগবানের ভজন করার নাম বিধিভক্তি (দাস্যভাবের ভক্তগণ) ঐশ্বর্যের উপাসনা।

(৩) ঈশ্বরবুদ্ধি না করিয়া সম্বন্ধবুদ্ধিতে অর্থাৎ সম্ভ্রম-গৌরবাদি হৃৎকম্পরহিত চিত্তে লোভাভিভূত হইয়া পরম সুন্দর ভগবান্ শ্রীনন্দ-নন্দনের চরণসরোজে প্রেমসেবা লাভ করিবার জন্য ভজন (লীলাদি-শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ) করার নাম রাগভক্তি (সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে) মাধুর্যের উপাসনা। (ভাঃ ২।১।৫ সারার্থদর্শিনী টীকা)।

পাপ বা অধর্মের ত্রিবিধ ভেদ—

"প্রমাদেন তৎকরণাত্তমসোঽল্পত্বং মোহেন মধ্যমত্বং নাস্তিকতায়াং তু পূর্ণত্বং জ্ঞেয়ম্।" (ভাঃ ৫।২৬।৩ ক্রমসন্দর্ভটীকা)।

প্রমাদবশতঃ পাপের অল্পত্ব, মোহবশতঃ মধ্যমত্ব এবং নাস্তিকতায় পাপের পূর্ণত্ব হইয়া থাকে। নাস্তিকতার তুল্য পাপ জগতে নাই।

আত্মতত্ত্ববিষয়ে দৃষ্টিহীন গৃহীদিগের সংসারে বৃথাই আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে, সমস্ত জীবনকালের মধ্যে নিশাভাগ নিদ্রায় কিংবা রতিক্রীড়ায় এবং দিবাভাগ অর্থচিন্তায় অথবা পরিবার-প্রতিপালনে অতিবাহিত হয়। (ভাঃ ২।১।৩ শ্লোকার্থ)।

তাহারা নিজ নিজ পিতৃ-পিতামহাদির দৃষ্টান্ত হইতে দেখিতে পাইতেছে যে, দেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি এবং নিজরাজ্য, সৈন্য-সামন্ত সমস্তই নশ্বর, অনিত্য। তথাপি আসক্তিমদে মত্ত হইয়া তাহাদিগের নশ্বরতা দেখিয়াও দেখিতেছে না। (ভাঃ ২।১।৪ শ্লোকার্থ)।

এই লোকসকল বালকপুত্র ও পিতাকে দগ্ধ করিয়া আসিয়া অতি তুচ্ছ বিষয়সুখ-ভোগের নিমিত্ত পাপবিষয় চিন্তা করে ও পুত্র এবং পিতার ত্যক্ত ধনদ্বারা সুখে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। অহো! ভগবন্মায়ার কি প্রভাব! (ভাঃ ৫।১৪।৩ শ্লোকার্থ)।

অথবা—অহো! আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ, পত্নী শিশু-সন্তান-বতী, আমাভিন্ন আমার পুত্রগণ অনাথ, সুতরাং তাহারা সে দুঃখে

কেমন করিয়া বাঁচিবে? এইরূপ গৃহকামনায় বিক্ষিপ্তহৃদয় মূঢ়মতি মানব সেইসকল পরিবারের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মরিয়া গিয়া অত্যন্ত তামসযোনি প্রাপ্ত হয়। (ভাঃ ১১'১৭।৫৭-৫৮ শ্লোকার্থ)।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত—

"কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকসব এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী পূজয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহাররসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কেনবা কৃষ্ণের নৃত্য কেনবা কীর্ত্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র আশে।
সকল পাষণ্ড মিলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
জগৎ প্রমত্ত ধন-পুত্র-বিদ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র সবে উপহাসে॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে॥

দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাদের সেবেন সবে মহা দম্ভ করি॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য-মাংসে দানব-পূজয়ে কোন জনে॥
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥"

এইপ্রকার কৃষ্ণভক্তিহীন জনগণকে শাস্ত্র জীবন্মৃত বলিয়াছেন। মৃতব্যক্তির দাহস্থানের নাম শ্মশান। জীবন্মৃত ব্যক্তিও সর্বদা দুষ্পূরণীয় কামনানলে দগ্ধীভূত; সুতরাং তাহার হৃদয়ও শ্মশানসদৃশ।

অথ শ্মশানে নিশান

"বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণনাম-তত্ত্ব,
ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলিকাল-সর্পবিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যারসে,
নাহি জানে কেবা সে আপনি॥
নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে, ধন ব্যয় করে সবে,
নাহি অন্য শুভকর্ম্ম লেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য-মাংসে, নানা মতে জীব হিংসে,
এই মত হৈল সর্ব্বদেশ॥
দেখিয়া করুণা করি, কমলাক্ষ নাম ধরি,
অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজকুমার, সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার,
করাইব এই অভিলাষে॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান, জীবেরে করিতে ত্রাণ,
শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণপ্রেম পাবে,
কহে দীন বৈষ্ণবের দাস॥"

"কে ভাই তুমি ঘুমিয়েছ ?

গৃহ-অভিলাষ পরিত্যাগ করি, শ্মশানেতে আসি নিশ্চিন্ত রয়েছ।
সংসার সাজাতে বাকি রাখ নাই, তারত এখন কিছু সঙ্গে আন নাই,
কেবল কলসী কুঁচি মাথা মুণ্ড ছাই,
ইহার জন্যে রে ভাই আজন্ম খেটেছ ॥ ১ ॥

নিত্য মাংসাহারী শৃগাল কুক্কুরে, তারা ধরে তোমায় টানাটানি করে,
বুঝি পূর্ব্ব ঋণ তাদের শুধিবার তরে,
অকাতরে নিজের মাংস দিতেছ ॥ ২ ॥

সুকোমল শয্যায় কামিনীর সনে, কাটাইতে কাল আনন্দিত মনে,
এখন অঙ্গারভরা কদর্য্য শ্মশানে,
চিতাদাহের কাষ্ঠ সিথানে নিয়েছ ॥ ৩ ॥

পুত্র পরিবার তিল আধ ছেড়ে, থাকিতে না কভু নয়নের আড়ে,
তবে কেনরে আজ শ্মশানেতে পড়ে,
তাদের সঙ্গে কি ভাই অভিমান করেছ ॥ ৪ ॥

অনিমিষ নেত্রে কার পানে চেয়ে, স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় আছ ঘুমাইয়ে,
তোমার ঘুমভাঙ্গান চিহ্ন পাইনে খুঁজিয়ে,
কাল ঘুমে রে ভাই নিশ্চিন্ত রয়েছ ॥ ৫ ॥

স্বপ্নশূন্য নিদ্রায় ঘুমাইতে গেলে, সংসারের মোহ যেতে হয় রে ভুলে,
নীলকণ্ঠ বলে দাওনা আমায় বলে,
কেমন করে বন্ধন পরিত্যাগ করেছ।" ৬ ॥

"দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্ম্মাতুরেব বা।
মাতুঃ পিতুর্ব্বা ক্রেতুর্ব্বা বলিনোঽগ্নেঃ শুনোঽপি বা ॥
এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্।
কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ ॥"

(ভাঃ ১০।১০।১১-১২)

১মচিত্র। মানব দেহের পরিণতি।
শৃগাল কুকুরাদির বিষ্ঠা। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য শাস্ত্র মন্দির।
শ্রীশ্রী রাধাকুণ্ড (মথুরা)।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রমন্দির
মানব দেহের পরিণতি- বিষ্ঠা, কৃমি ও ভস্ম
শ্রীভাঃ ১০।১০।১০। ১মচিত্রে মৃতমাংসাহারী
গণের বিষ্ঠা, এই ২য়চিত্রে কৃমি ও ভস্ম
প্রদর্শিত
স্বর্ণ পেটিকায় সুরক্ষিত মৃত দেহের পরিণতি- কৃমি।
নিজপ্রিয় বান্ধব গণের শেষকৃত্য। চিতানলে দগ্ধ মৃত দেহের পরিণতি-ভস্ম। মাংসাহারী গণের মনঃ ক্ষোভ।

তাৎপর্য ঃ—যাহারা এই নশ্বরদেহ পরিপোষণের জন্য পরপীড়ন, পর-হিংসাদি পাপকার্য করে, তাহারা কি একবারও ভাবিয়া দেখে না যে এই দেহটি কাহার ? এই দেহের প্রকৃত সত্ত্বাধিকারী কে ? যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে মনে হয় যে, এই দেহের বহু সত্ত্বাধিকারী আছে। আবার পরিণামে দেখা যায়, দেহ কাহারো নহে, সে সব মিথ্যা অভিমান মমতাদি ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। যিনি অন্নাদি দানে দেহকে পোষণ করেন, তিনি মনে করেন দেহটি আমারই। তিনি দেহের প্রতি মমতার দাবি করিয়া নিজের কাজে দেহকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু দেখা যায় যথা-সময়ে দেহটি তাঁহার সকল দাবী অস্বীকার করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসবিহীন হইয়া যায়। পিতা পুত্রের দেহ উৎপাদন করেন, মাতা পুত্রের দেহ গর্ভে ধারণ করেন এবং আত্মভুক্ত অন্নপানাদির রসে পরিপুষ্ট করেন ; পিতামহ ও মাতামহ প্রভৃতি জনক ও জননীর দেহ উৎপাদন ও গর্ভে ধারণ করেন, সুতরাং তাঁহারাও দেহের উপর দাবী করিতে চান। কেহবা বলপূর্বক কাহারো দেহ লইয়া নিজকার্যে নিয়োজিত করিয়া সেই দেহের উপর নিজ সত্ত্বের দাবী করিতে চান। কেহ বা মূল্য দিয়া দেহকে ক্রয় করিয়া "আমার ক্রীতদাস" বলিয়া দেহের উপর সত্ত্বের দাবী করেন। কখনও বা দেখা যায়, এতজনের দাবী করা দেহটি মৃত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেল বা শৃগাল কুক্কুরাদির উদরসাৎ হইয়া গেল। সুতরাং সাধের দেহটি যে কাহার অর্থাৎ এই দেহের উপর যে কতজনের দাবী আছে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এক একটি দেহ যতজনের কাজে লাগে বা অধিকারভুক্ত থাকে, তাহা দেখিলে মনে হয় এই দেহটি যেন একটি সাধারণ সম্পত্তি। এই দেহ-সম্পত্তিতে যতজনের সত্ত্বাধিকারের দাবী আছে, তাহারা সকলে মিলিয়া যদি ভাগ করিয়া লয়, প্রত্যেকের ভাগে কতটুকু দেহ থাকে, তাহা বোধহয় কেহ কোনদিন ভাবিয়া দেখে নাই।

কোন অবিভক্ত সাধারণ সম্পত্তির উপর যদি কেহ কেবলমাত্র নিজসত্ত্বের দাবী কিম্বা তদনুরূপ ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, এই অনেকের অবিভক্ত সাধারণ সম্পত্তি দেহের উপরও যে কেবলমাত্র নিজসত্ত্বের দাবী করে, তাহারও সেই অবস্থাই হয়। সাধারণ সম্পত্তিকে নিজের বলিয়া মনে করিয়া তাহার উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করা এবং সেই দেহ-সম্পত্তিকে নিজের বলিয়া মনে করা মূর্খতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মায়িক দেহের মায়াতেই সৃষ্টি, মায়াতেই লয়। ইহা মায়ার ছাড়া আর কাহারো নয়। মায়ার মোহে পড়িয়া এই মায়ার দেহকে আমার বলিয়া মনে করিয়া এই দেহ পুষ্টির জন্য যাহারা পরহিংসা, পরপীড়নাদি পাপকার্য করে, তাহাদের ন্যায় অজ্ঞ এই ত্রিজগতে আর কেহই নাই। মায়ার দেহ একদিন মায়ায় লয় হইয়া যায়, দেহধারীর পাপের ফলস্বরূপ নিদারুণ নরকাদি যন্ত্রণাভোগই সার হয়। অতএব এই নশ্বর তুচ্ছ দেহের প্রতি আসক্ত হইয়া দেহপোষণের জন্য পাপাদি কার্য না করিয়া সাধনতরণী এই দেহের ভগবদ্ভজনদ্বারা নিত্য ও শাশ্বত আনন্দের অনুসন্ধান করাই বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধে এই ভব বা সংসারকে অটবী বা অরণ্য-রূপে বর্ণনা করিয়াও ইহার দুঃখদায়কত্ব স্বভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

শ্রীল জড়ভরত মহাশয় শ্রীরহূগণকে বলিলেন—"হে রাজন্! যেমন বণিক্‌সমূহ অর্থোপার্জনমানসে চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক দুর্গম বনে উপস্থিত হইলে তন্মধ্যে অর্থ না পাইয়া কেবল অনর্থই প্রাপ্ত হয়; তেমন মায়ামুগ্ধ জীবসমূহ (মানবজাতি) দুস্তর প্রবৃত্তিমার্গে রজস্তমঃ ও সত্ত্বগুণে বিভক্ত কর্মসমূহকে অবলোকন করিয়া সুখলাভাশায় ঐ কর্মসকলকে নিজের কর্মরূপে মনে করিয়া অনুষ্ঠান

করে, কর্মানুরূপ ফলও প্রাপ্ত হয় ; সরলার্থ এই যে—সত্ত্বগুণদ্বারা বিভক্ত শুভ (পুণ্য) কর্ম,তমোগুণে বিভক্ত অশুভ (পাপ ও অপরাধ-রূপ) কর্ম এবং রজোগুণে বিভক্ত শুভাশুভমিশ্রিত এই ত্রিবিধ কর্ম করিলে সুখ পাওয়া যাইবে,এই বুদ্ধিতে জড়ীয় দেহে আত্মা আরোপণ-পূর্বক দেহাত্মবাদী মানব ঐ ঐ কর্ম করিয়া থাকে। ঐ ঐ কর্মে বিবিধ দেহাবলী (শুভকর্মে দেবদেহ: অশুভকর্মে পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যক্‌দেহ এবং শুভাশুভমিশ্রিত কর্মে মনুষ্য-যক্ষ-রাক্ষসাদিদেহ) নির্মিত হওয়ায় সেই সেই দেহ পাইয়া তদ্দ্বারা সংযোগ-বিয়োগাদিজনিত সুখ-দুঃখরূপ অনাদি সংসারানুভব করিয়া থাকে। সংসারে যে সুখ প্রাপ্ত হয় উহার পরিণামই কেবল দুঃখ ; সুতরাং বিষ্ণুমায়াবশবর্তী এই জীবলোক স্ব-স্ব দেহ নিষ্পাদিত কর্মানুভব করত অত্যন্ত অমঙ্গলস্বরূপ সংসারা-টবীকে প্রাপ্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। সুখ লাভের জন্য বহু চেষ্টা করিলেও তাহা প্রায় ফলবতী হয় না, বিঘ্নাভিভূত হইয়া থাকে তথাপি এখন পর্যন্তও মানব সদ্‌গুরুরূপী হরির চরণারবিন্দে মধুকর হইতে চায় না। অর্থাৎ যে গুরু শাস্ত্রজ্ঞ, সমদর্শী ও শ্রবণ-কীর্তনাদি ভজনপরায়ণ তাদৃশ গুরুচরণ আশ্রয় করিতে নর ইচ্ছা করে না। কেহ কেহ ভেদদর্শী, পরনিন্দুক, কামী, লোভী এবং অশাস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতি অসদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিয়া ঐ সংসারাটবীতে পরিভ্রমণও করিয়া থাকে। যে ব্যক্তিতে পূর্বোক্ত হরিভক্তির লক্ষণ নাই সে ব্যক্তিকে গুরু করিলে ভবাটবীভ্রমণ নিবৃত্তি হয় না বুঝিতে হইবে। ১।

হে মহারাজ! যেমন বনের মধ্যে দস্যুরা বণিক্‌গণের বহু কষ্টপ্রাপ্ত ধন অপহরণ করিয়া লয় অথবা যে বণিক্ নিজের সঙ্গীগণকে বশীভূত করে নাই, তাহারা যেমন চোরের ন্যায় ঐ অনবহিত বণিকের বনের মধ্যে বহুকষ্টপ্রাপ্ত ধন অপহরণ করিয়া লয়, তদ্রূপ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসা, ত্বক্ ও অন্তঃকরণ (মন ও বুদ্ধি) এই ছয়টি ইন্দ্রিয় কর্ম-দ্বারা ইহারা দস্যুতুল্য। পরকাল-হিতার্থ পরমধর্মস্বরূপ ভগবৎ

সেবোপযোগী পুরুষের (মানবজাতির) যে জ্ঞানরূপ ধন আছে উক্ত দস্যুতুল্য ইন্দ্রিয়গণ দর্শনাদি ব্যাপারে অর্থাৎ চক্ষু গ্রাম্যরূপ দর্শনদ্বারা, কর্ণ গ্রাম্যকথা শ্রবণদ্বারা, জিহ্বা গ্রাম্যষড়্‌রস আস্বাদনদ্বারা, নাসিকা গ্রাম্যগন্ধ ঘ্রাণদ্বারা, ত্বক্ গ্রাম্যস্পর্শ (স্ত্রী প্রভৃতির স্পর্শ) দ্বারা এবং অন্তঃকরণের বৃত্তি গ্রাম্যোপভোগ-বিষয়ে সঙ্কল্প ও নিশ্চয়তাদ্বারা সেই অজিতেন্দ্রিয় গ্রাম্যভোগে আসক্তিমান্ পুরুষের তাদৃশ জ্ঞানরূপ ধন অপহরণ করিয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে—মনুষ্যদেহে যে জ্ঞান আছে· তাহা ভগবৎ-তত্ত্বোপলব্ধির দ্বার-স্বরূপ ; উহা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির হৃদয়ে বিকাশপ্রাপ্ত হয় না, সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া নষ্টতুল্য হইয়া থাকে। ২।

হে রাজন্ ! আরও শ্রবণ করুন—বণিক্‌দের সংরক্ষমাণ মেষ-শাবককে বনের মধ্যে শৃগাল, বৃকাদি দেখিতে দেখিতে যেমন হরণ করিয়া লয়, সেইপ্রকার সংসারাটবীতে যে সকল স্ত্রী·পুত্রাদি পরিবার তাহারা কার্যতঃ শৃগাল-স্বরূপ· কদর্যশীল ঐ কুটুম্বীর সংরক্ষিত অন্ন, বস্ত্র, গুড় ও ঘৃতাদি পদার্থ যাহা পরমার্থোপযোগী, সেই সকল পদার্থ স্ত্রীপ্রভৃতিকে দিতে ইচ্ছা না থাকিলেও 'আমরা তোমার কুটুম্ব, তুমি অবশ্য আমাদিগকে পালন করিতে বাধ্য' এইপ্রকার সাংসারিক নীতি দেখাইয়া ঐ সকল পদার্থ দেখিতে দেখিতে হরণ করিয়া থাকে। ৩।

হে মহারাজ ! বনের মধ্যে ভূরি ভূরি তৃণ ও গুল্মাদিতে আচ্ছন্ন গহ্বর আছে, তথায় বণিক্‌সমূহ প্রীতিযুক্ত হইয়া অবস্থান করাতে দংশ, মশক, শলভ, শকুন্ত ও মূষিকাদিদ্বারা যেমন সাতিশয় উৎপীড়িত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভবাটবীমধ্যে গৃহাশ্রম গহ্বরতুল্য ; তৃণগুল্মাদি সদৃশ কামকর্মাদিদ্বারা উহা আচ্ছন্ন। প্রতিবৎসর ক্ষেত্র-কর্ষণ করিলেও তত্রস্থ তৃণাদির বীজগুলি যেমন দগ্ধ হয় না, পুনরায় উঠে ; তেমন গৃহাশ্রমে কর্মসকল একেবারে নষ্ট হয় না। কারণ গৃহাশ্রম কাম-

কর্ম সকলের কৌটাসদৃশ, যেমন কৌটার মধ্যে কর্পূর না থাকিলেও তাহার পরিমল নষ্ট হয় না, তদ্রূপ গৃহাশ্রমে কাম-কর্মসমূহের বাসনা (কর্মজনিত ভোগবাসনা) বা বীজ থাকিলেই পুনরায় তাদৃশ কর্ম করিতে মানব উন্মুখ হয় ; সুতরাং তাদৃশ গৃহাশ্রমী দংশ, মশকাদি ও শলভাদি সদৃশ ধনাপহারী দুর্জনগণকর্তৃক সাতিশয় উৎপীড়িত হইয়া থাকে । ৪ ।

বণিক্‌সমূহ ঐ দুর্গমবনে ভ্রমণ করিতে করিতে যেমন কোন কোন স্থানে গন্ধর্বপুর (গন্ধর্বগণ মায়ায় নগর রচনা করিতে পারে, তাহা কিন্তু বাস্তব নহে; তাদৃশ নগর) দেখিতে পায়, ঐ নগরকে সত্য মনে করিয়া তন্মধ্যে দৃশ্যমান্ উপভোগ্য পদার্থসমূহে রত হয়, তেমন মিথ্যা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অসত্য নরলোককে সত্য বলিয়া মনে করে এবং জলবুদ্ধিতে মৃগতৃষ্ণার প্রতি ধাবমান অজ্ঞ পথিকের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তিরা এই নরলোকে কোন কোন স্থানে সুখময় পান, ভোজন ও স্ত্রীসঙ্গাদি মিথ্যা বিষয়কে সুখময় সত্য বিষয় মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হয় । ৫-৬ ।

হে মহারাজ ! যেমন বণিক্‌গণ অরণ্যে শীতাতুর হইয়া অগ্নি-কামনায় জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান ইতস্ততঃ ধাবমান উল্মুকাকার গ্রহবিশেষকে দেখিয়া অর্থাৎ পিশাচকে দেখিয়া অগ্নিবুদ্ধিতে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়, কিন্তু তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইলে ঐ গ্রহ উহাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেইপ্রকার এই সংসারে স্বর্ণতুল্য লোহিতবর্ণ যে রজোগুণ তাহাতে যে ব্যক্তি আবিষ্ট এবম্ভূত পুরুষ অগ্নির বিষ্ঠা-বিশেষ সুবর্ণকামী হইয়া পরকীয় সুবর্ণ গ্রহণের জন্য ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায় । কোন স্থানে সুবর্ণ গ্রহণ করিলেও তাহাতে তাহার নরকগতি হইয়া থাকে । কারণ স্বর্ণাদি যেকোন পরকীয় দ্রব্য অপহরণ করিলেই নরকগতি হয় । ৭ ।

হে রাজন্! যেমন অরণ্যমধ্যে বণিক্‌গণ কোথায় কোথায় নিবাসস্থান, জল ও ধন দেখিয়া "উহা আমার, উহা আমার" এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হয়, তেমন পুরুষ এ সংসারে নিবাসস্থান, জল ও ধনাদিতে নিজের উপজীব্যত্ব স্থাপন করিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হয়। ৮।

অরণ্যমধ্যে কোথায় বণিক্‌গণ চক্রবায়ুদ্বারা উত্থিত ধূলিদ্বারা দিক্ ধূম্র হওয়াতে তাহা দেখিতে পায় না; কারণ তাহাদের নেত্রও ঐ রজেও ব্যাপ্ত থাকে। তেমন এ সংসারে কামান্ধপুরুষ চক্রবায়ুস্বরূপ প্রমদা (স্ত্রী), তৎকর্তৃক তৎক্রোড়ে আরোপিত হয় বলিয়া তৎকালে সঞ্জাত রজোবৎ কামবেগ তাহাতে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়াতে তৎকালে বহ্নি, সূর্যাদি দিগ্‌দেবতাগণ সাক্ষী থাকিলেও তাঁহাদিগকে দেখিতে পান না, কারণ ঐ পুরুষ কামান্ধীকৃতমতি। "দিগ্‌দেবতার বর্তমানে স্ত্রীসঙ্গ করিতে নাই" এই নিষেধ সে মানে না। দিগ্‌দেবতারা তাহার নিকট অদৃশ্যের ন্যায় প্রতীত হন অর্থাৎ সে মনে করে সম্প্রতি কেহই নাই; এইরূপ মনে করিয়া তাঁহাদের মর্যাদা সে ব্যক্তি অতিক্রম করে। তৎসাক্ষিস্বরূপ তাঁহাদিগকে জানিয়াও কামবেগাধীন হইয়া মানে না, ইহাই তাৎপর্য। ধর্মপত্নীর সঙ্গ করিলেও বিহিত কাল ও স্থানাদিতে সঙ্গ করিতে হয়, অন্যথা দণ্ড ভোক্তব্য। ৯।

তৃষ্ণার্ত বণিক্ ব্যক্তিরা অরণ্যমধ্যে কোন কোন স্থানে মরীচিকা ভ্রমে যেমন পুনঃপুনঃ ধাবমান হয় অর্থাৎ একবার দেখে উহা জল নয়, তথাপি আবার ঐ মরীচিকা দূর হইতে দেখিয়া জল-ভ্রমে পুনরায় ধাবিত হয়; এই প্রকার পুনঃপুনঃ ধাবিত হইয়াও জল পায় না; তদ্রূপ এই সংসারে পুরুষ বিষয়-সকলকে ব্যর্থরূপে অবগত হইয়াও দেহাভিনিবেশবশতঃ স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া ব্যর্থরূপে পূর্বানুভূতি বিষয়ের প্রতি আবার ধাবিত হয়। এই প্রকার বিষয়ের ব্যর্থতা পুনঃপুনঃ অনুভব করিয়াও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। ১০।

বণিক্‌গণ বনমধ্যে যেমন কোন কোন স্থানে কর্ণশূল স্বরূপ উলুক ও ঝিল্লী (ঝিঁঝি) নামক কীট-বিশেষের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যথা পায় ; সেইপ্রকার সংসারমধ্যে মানব বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে কখন কখন শত্রু ও রাজকুলের নিকট প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কর্কশ-বাক্যে ভর্ৎসনা প্রাপ্ত হয়, উহা কর্ণ ও হৃদয়মূলে ব্যথা উৎপাদন করিয়া থাকে। ১১।

বণিক্‌গণ কখন কখন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হইয়া ঐ বনমধ্যে যেমন ফল-ভক্ষণার্থ বিষতিন্দুক প্রভৃতি অপুণ্য ফলযুক্ত বৃক্ষ-লতার এবং জলপানার্থ বিষোদক-কূপের আশ্রয় গ্রহণ করে, এ সংসারেও তেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবারণার্থ কেহ কেহ পাপীলোকগণের আশ্রয় গ্রহণ করে। যে সকল ব্যক্তি অপুণ্য বৃক্ষলতা ও বিষকূপের ন্যায় দৃষ্টাদৃষ্ট প্রয়োজনশূন্য ধনকে উপজীব্য করিয়া মৃততুল্য হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা ধনসঞ্চয় করে বিষ্ণু-বৈষ্ণব ও আতিথ্যাদিসেবায় ধনব্যয় করে না, সেই সকল ব্যক্তি জীবন্মৃত। অন্ন ও জলের জন্য তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করাই পাপ—ইহা বুঝিতে হইবে। অতএব অধার্মিক ব্যক্তির অন্ন ও জলগ্রহণকারীকেও পাপী বলা যায়।

আবার কোন কোন সময়ে মরীচিকা জলসদৃশ অদাতা লোকের নিকট ভিক্ষার জন্য গমন করে। ১২।

হে রাজন্! যেমন বণিক্‌গণ কখন জলশূন্য নদীর প্রতি ধাবিত হইয়া তদ্গর্ভে পতিত হইলে তাহাদের মস্তক সদ্য ফুটিয়া যায়, পরেও পতন-ব্যথা অনুভব করিয়া থাকে, উদকও পায় না ; তেমন এ সংসারে কখন কখন সুখ লাভাশায় পুরুষ অসৎসঙ্গ করিয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়, তজ্জন্য ইহকালে ও পরকালে তাহার কেবল দুঃখপ্রাপ্তি ভিন্ন সুখপ্রাপ্তি ঘটে না। ১৩।

অপর হে মহারাজ! বনে বণিক্‌সমূহ কখন কখন নিরন্ন হইয়া

যেমন নিজলোকদের নিকট অন্নাদি পাইতে ইচ্ছা করে ; কিন্তু তাহা পায় না। তেমন এ সংসারেও পুরুষ নিঃস্ব হইয়া দায়াদগণের নিকট অন্নাদি পাইতে অভিলাষ করে, কিন্তু তাহা পায় না। কারণ তাহার পরবাধনরূপ নিজ জীবিকা বিদ্যমান অর্থাৎ নিজ পিতা বা পুত্রের একটি তৃণও যাহার নিকট দেখে তাহাকে রাজকীয় পুরুষদ্বারা দণ্ড দেয়, এইপ্রকার পরপীড়ককে কেহ অন্নাদি দিতে চায় না। ১৪।

আরও বলি—অরণ্যমধ্যে কখন কখন বণিক্‌গণ দাবাগ্নিতে সংতপ্ত হইয়া যেমন বিষণ্ণ হয়, কখন বা যক্ষগণকর্তৃক প্রাণসদৃশ ধন অপহৃত হওয়ায় যেমন নির্বেদপ্রাপ্ত হয়, কদাচিৎ অন্যশূর (বলিষ্ঠব্যক্তি) কর্তৃক হৃতসর্বস্ব হওয়াতে শোক করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়ে ; তেমন এ সংসারে মানব দাবানল-সদৃশ গৃহপ্রাপ্ত হইয়া তাহাতে প্রিয়-বস্তুর বিরহে সন্তপ্ত এবং উত্তরকালে দুঃখ ও শোকাগ্নিতে দহ্যমান হয়। কখন কখন বা কালবশতঃ রাজকুল প্রতিকূল হইয়া প্রিয়তম প্রাণসদৃশ ধন অপহরণ করিয়া লয়, তাহাতে গৃহী বিষণ্ণচিত্তে শোকাভিভূত হইয়া মৃতকসদৃশ হইয়া থাকে। ১৫-১৬।

হে রাজন্! বণিক্‌গণ যেমন কোন কোন সময়ে গন্ধর্বপুরে (মনোরথরূপ নগরে) সুখী ব্যক্তির ন্যায় মুহূর্তকালমাত্র আনন্দপ্রাপ্ত হয়, তেমন এ সংসারে মানুষ কখন কখন মনোরথোপলব্ধ পুত্র, কলত্র, ঐশ্বর্যাদিদ্বারা কিম্বা মনোরথপ্রাপ্ত মৃত পিতা প্রভৃতি পরলোক হইতে যেন আগত হইয়াছে এইপ্রকার মনে করিয়া ক্ষণকাল স্বপ্নতুল্য সুখা-নুভব করে। ১৭।

কোন কোন সময়ে যেমন বণিক্‌গণ পর্বতারোহণে অভিলাষ করিয়া কণ্টক ও কঙ্করদ্বারা বিদ্ধপদ হওয়াতে বিমনা হইয়া থাকে, তেমন সাংসারিক গৃহী কোন কোন সময়ে প্রতিবেশী জনগণের বৃহৎ-কর্মকরণে আসক্তি দেখিয়া "ইহারা স্বপ্রতিষ্ঠালাভের জন্য বৃহৎকর্ম

করিতেছে, আমি কেন পারিব না” এই মনে করিয়া পর্বতসদৃশ অশ্ব-মেধাদি যাগদ্বারা কিম্বা পুত্র-কন্যাদির বিবাহদ্বারা যশোলাভে ইচ্ছুক হইয়া থাকে ; কিন্তু সহায়তাদির অভাবে বিঘ্নাভিভূত হইয়া বিমনস্কত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৮।

বনে বণিক্‌গণ কখন কখন জঠরানলে পীড়িত হইয়া যেমন নিজ-জনের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, সেইরূপ কুটুম্বযুক্ত পুরুষ কোন কোন সময়ে অন্নাভাবে উপবাস করে বা উদরপূর্ণরূপে অন্ন পায় না, তখন দুঃসহ জঠরানলে পীড়িত হইয়া ধৈর্য বিসর্জনপূর্বক কুটুম্বের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৯।

অপর হে রাজন্ ! বনমধ্যে যেমন বণিক্‌গণ কোন কোন স্থানে অজগর সর্পকর্তৃক গিলিত হইয়া কিছুই জানিতে পারে না, কোথায় বা দন্দশূককর্তৃক দংশিত হইয়া মৃতকবৎ হইয়া থাকে আবার অন্ধকূপ-মধ্যে পড়িয়া অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। সেইরূপ এ সংসারে মানবগণ নিদ্রারূপ অজগরকর্তৃক গ্রস্ত হয়। কোন সময়ে দুর্জনগণকর্তৃক সম্মান নষ্ট হওয়ায় নিদ্রারহিত হইয়া দুঃখরূপ অন্ধকূপে পতিত হয়, কারণ মান নষ্ট হওয়ায় বিবেকশূন্য হইয়া থাকে। ২০-২১।

বনে কোন কোন স্থানে বণিক্‌গণ ক্ষুদ্ররস (মধু) অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন তদীয় মক্ষিকাদ্বারা অবমানিত হওয়াতে অতিশয় দুঃখানুভব করে। যদি কোন সময়ে তদ্বিষয়ে মান পায় অর্থাৎ উক্ত ক্ষুদ্ররস পায় তাহাও ভোগ করিতে পায় না, কারণ অন্য ব্যক্তি আসিয়া তাহা বলপূর্বক কাড়িয়া লয়। তেমন এ সংসারে কামভোগরূপ মধুকণার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া পরপত্নী ও পরদ্রব্য অপহরণ করে ; কিন্তু তত্তৎ স্বামী প্রভৃতিদ্বারা বা রাজপরিকরদ্বারা ধৃত হইয়া তাহাদের কর্তৃক দণ্ড প্রহারাদি প্রাপ্ত হয় অথবা নিহত হয়, সে কিন্তু দেহান্তে অপার নরকে পড়ে। যদি বা দ্রব্যাদি দিয়া তত্তৎ

স্বামিদত্ত বন্ধনাদি হইতে মুক্ত হয়, তথাপি স্বাপহৃত পরপত্নী ও পর-দ্রব্যকে ভোগ করিতে পায় না। কারণ অন্য বলিষ্ঠ লম্পট ব্যক্তি তাহা অপহরণ করিয়া লয়। তাহা হইতেও অন্য কোন ব্যক্তি অপ-হরণ করিয়া থাকে, এই প্রকার কেহও তাহা পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পায় না, জীবনান্তে কেবল নরকই ভোগ করে। এই কারণে পণ্ডিতগণ বলেন—ঐহিক এবং পারত্রিক স্বকর্মমাত্রই সংসারের জন্মক্ষেত্র।

হে রাজন্! বনমধ্যে বণিক্‌গণ যেমন কোন কোন স্থানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা কষ্ট-নিবারণে অসমর্থ হয়, সেইরূপ সাংসারিক ব্যক্তিরা (দেহাত্মবাদীরা) আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুর্দশা-নিবারণে অসমর্থ হইয়া দুরন্ত চিন্তায় অভিভূত হয়। ২২-২৫।

হে রাজন্! বণিক্‌গণের ন্যায় কোন কোন স্থানে ইতর মানব-গণ পরস্পর সৌহার্দ স্থাপন করিয়া বাণিজ্যাদি ব্যবসায় করে, কিন্তু বিত্তশাঠ্যবশতঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া বিংশতি কড়ি কিম্বা তদপেক্ষান্যূন কিঞ্চিৎ অপহরণ করিতে চায়, তাহাতে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। ২৬।

হে রাজন্! এই ভবাটবীর মার্গে মহৎ-পরিশ্রম তো আছেই তদ্ব্যতীত সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষ্যা, অবমান, ক্ষুধা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জন্ম, জরা ও মরণাদি সুমহৎ উপসর্গরাশি বিদ্যমান। ২৭।

হে মহারাজ! বনমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে বণিক্‌গণ কোন স্থানে লতাশাখা আশ্রয় করিয়া তত্রস্থ পক্ষিদের অস্ফুট মধুরধ্বনি শ্রবণ করিতে যেমন সাতিশয় স্পৃহা প্রকাশ করিয়া থাকে। সেইরূপ এ সংসারমধ্যে দেবমায়ারূপ স্ত্রীর ভুজলতায় আলিঙ্গিত হইয়া পুরুষ বিবেক ও জ্ঞান হইতে রহিত হয়, সুতরাং রমণীর ক্রীড়ামৃগ হইয়া তদ্দ্বারা পুত্র-কন্যা প্রাপ্ত হয়, আবার পুত্রের বধূ ও তদীয় পুত্র-কন্যা-

দিগকে দেখিতে পায় ; ইহাদের প্রীতিজনক মধুর আলাপ শ্রবণ ও অবলোকনাদি চেষ্টায় হৃদয়টি অপহৃত হওয়ায় সে আত্মাকে ঘোর অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। ২৮।

হে রাজন্! অজ্ঞ বনিক্‌গণ বনে কখন কখন হরিচক্র (সিংহ-সমূহ) হইতে ভয় পাইয়া যেমন বক, কঙ্ক ও গৃধ্র প্রভৃতির সঙ্গে সখ্য বিধান করে, সেইপ্রকার এ সংসারে মানবগণ বিষ্ণুচক্র হইতে ভয় পাইয়া অর্থাৎ পরমাণু হইতে দ্বি-পরার্ধ বৎসর পর্যন্ত অতি বেগবান্ কালচক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া বাল্যাদিক্রমে ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত সকল ভূতকে সংহার করিয়া থাকে, শ্রীবিষ্ণুর আয়ুধ সেই কালচক্র হইতে ত্রস্ত হইয়া পাষণ্ডগণের নিরূপিত বক, কঙ্ক ও গৃধ্রাদিতুল্য দেবতার আশ্রয় লয়, কিন্তু যজ্ঞপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবানের আদর করে না। শিষ্টাচাররহিত পাষণ্ডগণের সঙ্গে মূলপ্রমাণশূন্য পাষণ্ডাগমোক্ত দেবতার আরাধনায় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া পাষণ্ডগণের দলভুক্ত হয়। তাহারাও কিঞ্চিন্মাত্র অপরাধ দেখিয়া তাহার ধনাদি অপহরণ করিয়া নিজগণ হইতে তাহাকে নিঃসারণ করে, সে তখন নিগমোক্ত আচরণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকুলে গিয়া বাস করে; কিন্তু ব্রাহ্মণকুলের আচরণ উপনয়নাদি শ্রৌত, স্মার্ত বর্মানুষ্ঠানে যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করা তাহা কিন্তু তাহার রুচির বিষয় না হওয়াতে শূদ্রকুলে বাস করে। শূদ্র-কুলের আচরণ বানরজাতির ন্যায় কেবল মিথুনী ভাব (অর্থাৎ মূল্যাদিদ্বারা পরিণতা স্ত্রীর এবং বিধবা স্ত্রীর সঙ্গ করা) ও কুটুম্ব-ভরণ,ইহাই তাহার রুচিকর হয়। সে ব্যক্তি স্ত্রী-সঙ্গকে পরমসুখ মনে করে, এই কারণে স্ত্রীর সহিত ভোজন, পান, সঙ্গ ও পরস্পর মুখ-দর্শনাদিরূপ গ্রাম্যকর্মে অনুরাগী হইয়া আপনার মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিস্মৃত হয়। ২৯-৩১।

কোন কোন বণিক, পুত্রকলত্রাদি বৎসল হইয়া তদনুকূল বৃক্ষ-সমূহে যেমন প্রীতি করে, সেইপ্রকার এ সংসারে মানব বানরের ন্যায়

স্ত্রী-সঙ্গকে পরমমহোৎসব মনে করিয়া দৃষ্টার্থবিষয়-গৃহে অভিরত হইয়া পুত্রকলত্রাদির প্রতি প্রীতিমান্ হয়। ৩২।

কোন কোন বণিক্ প্রমাদবশতঃ গিরিগহ্বরে পতিত হইয়া বন্যহস্তী-ভয়ে যেমন লতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তেমন এ সংসারমার্গে অবরুদ্ধ হইয়া কোন কোন সময়ে মহারোগাদিজনিত মৃত্যুরূপ হস্তী-ভয়ে তন্নিবারণার্থ কুকর্ম্মকরণরূপ মহান্ধকারে আত্মাকে অবরুদ্ধ করে। ৩৩।

কোন কোন সময়ে অর্থশূন্য হইয়া শয্যাসনাদি উপভোগে বঞ্চিত হয়, অসদুপায়ে তৎসংগ্রহে মনোরথ করিলেও সিদ্ধি হয় না, জনগণের নিকট অবমাননাদিও প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকার অর্থাসক্তি হেতু পরস্পরমধ্যে বৈরানুবন্ধ বিবর্দ্ধিত হইলেও বিবাহাদি সম্বন্ধও স্থাপিত হয়, আবার তাহাও পরস্পর ত্যাগ করে।

হে মহারাজ! এই সংসারমার্গে নানাপ্রকার ক্লেশ ও উপসর্গে যে ব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বিপদ্গ্রস্ত কিম্বা মৃত হয়, তাহাকে অন্যান্য ব্যক্তিরা (পুত্র প্রভৃতি স্বজনবর্গ) পরিত্যাগ করে এবং নবজাতপুত্র, কন্যাদি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব পূর্ব ব্যক্তির ন্যায় ইহারাও কখন শোক, কখন মোহ, কখন হর্ষ, কখন ভয়, কখন চীৎকার, কখন বিবাহ, কখন গান ইত্যাদি সংসারধর্ম প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবরুদ্ধ হয়। ৩৪-৩৭।

ভবাটবীর পারে যাত্রীর পরিচয়—

হে রাজন্! সাধুপুরুষ ভিন্ন এই সংসারাটবী ভ্রমণজনিত ক্লেশ হইতে কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সাধু বলিতে কেবল সাধুবেশ-ধারী নহে, যেসকল ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ হইয়া সর্বজীববিষয়ে কায়িক, বাচিক ও মানসিক দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন অর্থাৎ সকলভূতে মৈত্রী-ভাব স্থাপন করিয়াছেন এবং উপশমশীল (অধিকরূপে শমগুণাবলম্বী) ও উপরতাত্মা তাদৃশ ব্যক্তিগণ ভবাটবীর পরপারে গমন করেন।”

স্থূল ও সূক্ষ্মদেহরূপ ভবকূপে নিপতিত জীবের উত্তরণোন্মুখতা বা স্বরূপশক্তির আবির্ভাবে মায়াশক্তির অন্তর্ধান

দ্বিতীয় চিত্র-পরিচয় —

প্রথম চিত্রে বর্ণিত ভবকূপে নিপতিত লোকটির সাধুসঙ্গ-প্রভাবে নিজ অবস্থা "কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়" অনু-ভবের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধিত ব্যক্তির প্রতিগ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুন্নিবৃত্তির ন্যায় (ভাঃ ১১ ৩ ৪২) যত্নাগ্রহানুসারে সংসারতাপ দূর হইয়া সিদ্ধ বা চিন্ময় দেহের পুষ্টি ও অন্য কামনার নিবৃত্তি হইতে লাগিল এবং নিজদেহ ও ভোগ্যপদার্থের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়া গেল। যথার্থ আত্মসম্মান-জ্ঞানের সঙ্গে শ্রীভগবদ্দাস অভিমান জাগরিত হইল। তখন বাহ্যিক মায়ার দাসত্বের পরিচায়ক ("ভারং পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং, ন নমেন্মুকুন্দম্" ইত্যাদি ভাঃ ২৩২১) বৃথা ভারমাত্র বেশধারণে অপ-মানিত বোধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব পরিচায়ক ("দিব্য শ্রীহরিমন্দিরাঢ্য-তিলকং কণ্ঠঃ সুমাল্যান্বিতং, বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগম্" ইত্যাদি) সাধু মহাজনগণের আনুগত্যে তাঁহাদের আচরিত বেশ-ধারণকরত সাধন-ভক্তিরজ্জু অবলম্বনে সাধন-পরিপাকে চতুর্বিংশতত্ত্বে গঠিত মায়িক স্থূল-সূক্ষ্মদেহ সর্পকঞ্চুকবৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্তশ্চিন্তিত ভাবসিদ্ধ চিন্ময়দেহ (গীতা ৮৬ শ্লোকে বর্ণিত—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্" ইত্যাদি এবং "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা") লাভকরত মায়ার চিরদুঃখময় অন্ধকূপ সংসার-কারাগার বিদেশ হইতে চিরসুখময় নিজ নিকেতন শ্রীভগবদ্ধামে শ্রীকৃষ্ণের পাদ-মূলসমীপে গমন করিতেছে।

চিৎকণ জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—

জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তট বলা হয়—যেমন নদীর তট, পুষ্করিণীর তট ইত্যাদি। তটস্থিত ব্যক্তি যেমন ইচ্ছা করিলে জলের দিকেও যাইতে পারে এবং স্থলের দিকেও যাইতে পারে, তেমনি চিৎশক্তি এবং জড়শক্তির মধ্যবর্ত্তীস্থানে যে শক্তি অবস্থান করিতেছে, তাহাকে তটস্থা জীবশক্তি বলা হয়। "উভয়কোটীপ্রবেশাৎ" (ভগবৎসন্দর্ভঃ)।

এই তটস্থা বা জীবশক্তির চিজ্জগতে যাইবার যেমন অধিকার আছে, জড়জগতে যাইবারও তেমনি অধিকার রহিয়াছে। অতএব—

"আমাতেই সর্ব্বদোষ,　　　পরদোষে করি রোষ,
　　রোষে দোষে আপনি মিশায়।
সর্ব্বদোষ মোর মনে,　　　দূষি কেন অন্যজনে,
　　না বুঝিয়া করি হায় হায়॥" (মনঃশিক্ষা)

(সাধন এবং সিদ্ধের স্তর ভক্তিকল্পলতার ১ম, ২য় ও ৩য় স্তবকে দ্রষ্টব্য)

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো র্নান্যঃ
প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ পুংসো
ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥ (ভাঃ)

বিবিধ দুঃখ-দাবানলে প্রপীড়িত এবং অতি দুস্তর সংসারসাগর হইতে উত্তরণেচ্ছু পুরুষের সম্বন্ধে পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথারস-নিষেবণ (শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ) ব্যতীত আর অন্য কোন প্লব (ভেলা বা নৌকা) নাই।

শ্রীভগবদ্ধামেও লীলাকথা শ্রবণে বিরোধহেতু সমাধিকে ব্যাধি বলা হইয়াছে। "শ্রবণাদ্বিরোধাভাসঃ" (শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ—১।৮৭।৮৮)।

"জীবন্মুক্ত ব্রহ্মপর চরিত শুনহিঁ ত্যজি ধ্যান।
যে হরিকথা ন করহিঁ রতি, তিনকে হৃদয় পাষাণ ॥" (রামায়ণ)

"সংসার-দুঃখজলধৌ পতিতস্য কামক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনানিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বম্ ॥"

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥"

"গুরুরূপে ঘরে ঘরে, মন্ত্র দেয় সবাকারে,
বৈষ্ণবরূপেতে দেয় শিক্ষা।
শাস্ত্ররূপে দেয় জ্ঞান, আত্মারূপে অধিষ্ঠান,
দেখ তাঁর কারে বা উপেক্ষা ॥" (মনঃশিক্ষা)

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং, প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥"
(শ্রীভাঃ ১১।২০।১৭)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহাশয়কে বলিতেছেন—'এই আদ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত পুরুষার্থের মূল, সুদুর্লভ নরদেহ অতি উপযোগী পটুতর প্লব (ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার ভেলা)। তাহাতে দৈবাৎ শ্রীগুরুদেবকে কর্ণধাররূপে পাওয়া গিয়াছে। আমার স্মৃতি (ভগবৎস্মৃতি) শ্রীভগবানের দৈব (আনুকূল্য বা কৃপা) অনুকূল পবনতুল্য হইয়াছে এবং দৈবাৎ যদৃচ্ছাক্রমে সেই দুর্লভ নরদেহরূপ প্লবও সুলভ হইয়াছে, অর্থাৎ অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে! এত সুযোগ সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ভবসাগর উত্তীর্ণ না হয় অর্থাৎ উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা না করে, সেই ব্যক্তি আত্মঘাতী।'

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন—

"নরশরীর ভব বারিধি কহুঁ বেরো। সম্মুখ মারুত অনুগ্রহ মেরো॥
কর্ণধার সদ্‌গুরু দৃঢ় নাবা। দুর্ল্লভ সাজ সুলভ করি পাবা॥
যো ন তরৈ ভব সাগরহি, নর সমাজ অস পাই।
সো কৃত নিন্দক মন্দমতি, আতম হনি গতি যাই॥"

(তুলসীদাসকৃত রামায়ণ)

শ্রুতি বলিতেছেন—

**শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে সর্ব্বে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেনং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥**

হে অমৃতের পুত্রগণ! (উত্তরাধিকারিগণ!) এই বিশ্বে যাহারা আছ এবং স্বর্গাদি দিব্যধামসকলে যাহারা আছ, সকলে শ্রবণ কর—আমি সেই মহান্ পুরুষকে অবগত হইয়াছি যিনি মায়ার পরপারে অবস্থিত এবং আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ। (শ্বেতাশ্বতর)

**"প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ।
সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যৎ অয়ং আত্মা॥"** (বৃহদারণ্যক)

যেহেতু এই পরমাত্মা অন্তরতর, সেইজন্য তিনি বিত্ত হইতেও প্রিয়, পুত্র হইতেও প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেও প্রিয়।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "শুদ্ধং অপাপবিদ্ধম্" "আনন্দরূপম্ অমৃতম্" "প্রাণস্য প্রাণঃ" 'প্রিয় ইত্যেব উপাসীত"। (শ্রুতি)

সেই পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, তিনি শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। তিনি আনন্দস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ, তিনি প্রাণের প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণ হইতেও প্রিয়; তাঁহাকে প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতেছে—অমৃতের পুত্রগণকে ত্রিতাপানলে দগ্ধ করিতেছে কেন? ইহার উত্তর প্রথম চিত্রে দেওয়া হইয়াছে—স্বীয়স্বরূপবিস্মৃতি।

"সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

"যথা ব্যাঘ্রাবিষ্টপুরুষস্য ব্যাঘ্রত্বং প্রতীতিকালে অপি পুরুষত্বমেব সত্যং ন তু ব্যাঘ্রত্বম্; অত্র জীবস্য অবিদ্যাসম্বন্ধসময়াজ্ঞানাৎ এব অনাত্মবিদ্যাসম্বন্ধ ইতি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধিঃ।"

(ভাঃ ১১।১৯।৭ সারার্থদর্শিনী টীকা)

যথা—ব্যাঘ্রাবিষ্ট পুরুষ যখন নিজেকে ব্যাঘ্র বলিয়া মনে করে তখনও সে পুরুষই—ব্যাঘ্র নহে, সেইপ্রকার অবিদ্যাগ্রস্ত জীবও যখন নিজেকে ভগবদ্দাসভিন্ন অন্যরূপ (আমি দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদি) মনে করে, তাহা অবিদ্যাকল্পিত ভ্রান্তি মাত্রই।

শ্রীলক্ষ্মণ নিষাদরাজকে বলিতেছেন—

"স্বপ্নে হোই ভিখারী নৃপ, রঙ্ক নাকপতি হোই।
জাগে লাভ ন হানি কছু, তিমি প্রপঞ্চ জিয় জোই॥

মোহ নিশা সব শোবনি হারা। দেখহি স্বপ্ন অনেক প্রকারা॥
এহি জগ যামিনী জাগহি যোগী। পরমারথ পর প্রপঞ্চ বিয়োগী॥
জানিহ তবহিঁ জীব জগ জাগা। যব সব বিষয় বিলাস বিরাগা॥
যো স্বপনে শির কাটৈ কোই। বিনু জাগে দুঃখ দূর ন হোই॥"

(তুলসীদাসকৃত রামায়ণ)

অর্থাৎ স্বপ্নে মস্তকছেদনকারী ব্যক্তির জাগরিত না হওয়া পর্যন্ত যেমন দুঃখ ও ভয় দূর হয় না, স্বীয় স্বরূপভ্রান্ত অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের দুঃখও তদ্রূপ।

তাই জননী শ্রুতি বলিতেছেন—

**"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"**

হে জীবসকল ! অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ এবং বিষয়-শয্যা হইতে উঠিয়া বৈস (আত্মাভিমুখী হও) ও আত্মতত্ত্ববিৎ পূর্বাচার্যগণের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া আত্মতত্ত্ব অধিগত হও ; যেহেতু আত্মতত্ত্ব অধিগত হইবার পথ অতিশয় দুর্গম এবং ক্ষুরধারার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ ও দুরতিক্রম। কবিগণ এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া, প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।"

(কঠোপনিষদ্)

ধর্মরাজ যম নচিকেতাকে বলিয়াছেন, 'হে প্রেষ্ঠ! তোমার পরতত্ত্বগ্রহণ-সমর্থা বুদ্ধিকে শুষ্ক-তর্কদ্বারা অপমার্গে নীত করিও না। বেদোক্ত গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইলে তোমার ঐ বুদ্ধি উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিবে।'

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মারূপে আপনা জানান।" (শ্রীচৈঃচঃ)

"চারিবেদ দধি নবনীত ভাগবত।
মথিলেন শুক খাইলেন পরীক্ষিত।" (শ্রীভক্তমাল)

সেই সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের ঘনতম নির্যাসদ্বারা বিরচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ-পরিচ্ছেদে জীবের দুঃখনিবৃত্তি এবং চরম সুখপ্রাপ্তির সাধন-উপায় বলিতেছেন—

"ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখী দেখি পুছয়ে তাহারে ॥
তুমি কেন দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে করে কৃষ্ণ উপদেশে ॥

সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ॥
'বাপের ধন আছে' জানে ধন নাহি পায়।
তবে সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে ॥
পশ্চিমে খুদিলে তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য় ॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥"

দক্ষিণদিগকে কর্মমার্গ বলা হইয়াছে। দক্ষিণদিক্ খুদিলে যেমন ভীমরুল, বোল্‌তা উঠিবে, সেইরূপ কর্মমার্গের সাধন করিলেও স্বর্গাদি ভোগস্থান প্রাপ্ত হইবে। তথায় অসূয়াদিরূপ ভীমরুল ও বোল্‌তার দংশনের মত কষ্টদায়ক হইবে। কর্মাসক্ত জীব বিবিধ যন্ত্রণার আকর।

অজগরসদৃশ জ্ঞানমার্গ ও যক্ষসদৃশ যোগমার্গ। বস্তুতঃ উভয়-বিধ মুক্তিতেই সেব্য-সেবক সম্বন্ধরহিত হইয়া যায়; সুতরাং সর্বপ্রকার সেবাবাসনাও তিরোহিত হয়। "প্রায়ঃ সাযুজ্যমুক্তি স্ব-সুখজাতীয়ং সুখং স্যাৎ অত্র যোগীনাম্" (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১।৩) ভক্তের নিকট একপ্রকার সাযুজ্যমুক্তি অতি তুচ্ছ। স্তবাবলী গ্রন্থে বর্ণিত—"**কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনী**"। অর্থাৎ ব্যাঘ্রসদৃশ মুক্তি

আত্মাকে একেবারে গ্রাস করে। আর জ্ঞানী ও যোগীর সাধন-প্রণালীর (ধ্যানে) কোন পার্থক্য নাই। কেবল যোগীর সাধন চিত্তবৃত্তিনিরোধ প্রধান এবং পরমাত্মতত্ত্বে সাযুজ্যমুক্তি, আর জ্ঞানী নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যানের ফলে ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ নির্বাণমুক্তি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত যোগের বিভূতি অণিমাদি অপসিদ্ধির কুহকে পড়িয়া জীব অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হইয়া থাকে।

"সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দ্বিবিধ মুক্তি বর্ণিত যথা—

**"মুক্তিস্তু দ্বিবিধা সাধ্বি শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা।
নির্ব্বাণপদদাত্রী চ হরিভক্তিপ্রদা নৃণাম্॥
হরিভক্তিস্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
অন্যে নির্ব্বাণরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি মানবাঃ॥"**

পূর্বদিক্‌কে ভক্তিমার্গ বলা হইয়াছে। ভক্তিমার্গের সাধনদ্বারা অতি সহজেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমসেবা লাভ হইবে। যেমন পূর্বদিক্ ভিন্ন অন্যদিকে সূর্যোদয় হয় না, তদ্রূপ ভক্তিভিন্ন অন্য কোন উপায়ে শ্রী-কৃষ্ণসেবার অভিব্যক্তি হয় না। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্তিরই বশীভূত। শ্রুতি বলেন—

**"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি,
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি।"**

ভক্তিসাধনার ক্রম যথা—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ববিভাগ তৃতীয়-লহরীতে বর্ণিত—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২৩শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেমনাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥"

এই শ্রদ্ধা জীব কিরূপে লাভ করিবে ?

"শ্রদ্ধা বৈচিত্র্যাৎ ফলবৈচিত্র্যম্" (ভাঃ ৫।২৬।২)

ইহার উত্তরে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব নিজ জননী দেবহূতিকে ভাঃ ৩।২৫।২১-২৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

হে মাত! সুন্দর চরিত্রই যাঁহাদের অলঙ্কার, সেই সমস্ত সাধুগণ সহিষ্ণু, দয়ালু, সর্বপ্রাণীর সুহৃদ্, শত্রুহীন এবং শম-গুণযুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা আমাতে একান্ত প্রীতিভরে দৃঢ়ভক্তি করেন, আমার জন্য কর্ম ত্যাগ করেন ও স্বজন-বান্ধবগণকেও পরিত্যাগ করেন, এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া আমার সম্বন্ধীয় কথা বলেন ও শ্রবণ করেন, মদ্গতচিত্ত এইরূপ সাধুগন সর্বসঙ্গবিবর্জিত। সেইহেতু তাঁহারা সঙ্গ-দোষ হরণ করেন ; অতএব তাঁহাদিগের সঙ্গই তোমার প্রার্থনীয়।

হে জননি! এইরূপ সাধুগণের সঙ্গলাভ ঘটিলে আমার মহিমাসূচক কথাসমূহ উপস্থিত হয়। উহা হৃদয় ও কর্ণের রসায়নস্বরূপ; এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে অবিদ্যা-বিনাশকারী আমাতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উদয় হইয়া থাকে।

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহি সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহের সংজ্ঞা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।৫।৫৭-৫৮ শ্লোকে বলিয়াছেন—সাধুগণকর্তৃক প্রশংসিত অভীষ্ট (ভগবদ্ভজন) বিষয়ে স্থিরতরা (নিষ্ঠাযুক্তা) এবং ত্বরাযুক্তা (ব্যাকুলতাপূর্ণ) মনের আসক্তির ভাবকে উৎসাহ বলে। এই উৎসাহে কালের অনপেক্ষা ধৈর্যত্যাগ, ব্যাকুলতা এবং উদ্যম-প্রচেষ্টাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্যন্ত ৭টি স্তর সাধনভক্তি। সাধনভক্তির দুইটি গুণ যথা—ক্লেশঘ্নী ও শুভদা। ভাবভক্তির ৪টি গুণ যথা—ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুর্লভা। প্রেমভক্তির ৬টি গুণ যথা—ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সুদুর্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১ম লহরী)। অহঙ্কারের দুইটি বৃত্তি—অহন্তা ও মমতা। অর্থাৎ 'আমি' এবং 'আমার' বলিয়া অভিমান। এই অহন্তা ও মমতা প্রাকৃত দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্রাদি বিষয়ে অত্যন্ত গাঢ় হইলে তাহাকে বন্ধন বলে এবং নির্বিশেষজ্ঞানে স্বরূপানুভূতিদ্বারা (সংবিৎপ্রধান বিশুদ্ধসত্ত্ব বা আত্মবিদ্যাদ্বারা) অহন্তা ও মমতার লয় হইলে তাহাকে মোক্ষ বা নির্বাণমুক্তি বলে। হ্লাদিনীপ্রধান বিশুদ্ধসত্ত্ব গুহ্যবিদ্যা সেবা-উপযোগী চিন্ময় সিদ্ধদেহে অহন্তা এবং সপরিকর রূপ, গুণ ও লীলামাধুরী মহোদধি শ্রীভগবদ্বিগ্রহাদি বিষয়ে মমতা অনন্যা এবং অত্যন্ত গাঢ় হইলে তাহাকেই ভগবৎ-

প্রেম বলে ; তাহা বন্ধন এবং মোক্ষ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ তাহা প্রাকৃত বন্ধনও নহে এবং অপ্রাকৃত গুণাতীত চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষও নহে, তাহা সর্বপুরুষার্থচূড়ামণি বা পঞ্চম পুরুষার্থ।

"কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

অহন্তা মমতার বৃত্তি—মায়িক অনাদি বহির্মুখ জীবের পরমার্থ-বিষয়ে শূন্য, ব্যবহারবিষয়ে পরমাত্যন্তিকী। দৈবাৎ শ্রদ্ধার উদয়ে পরমার্থবিষয়ে গন্ধমাত্রী, ব্যবহারবিষয়ে আত্যন্তিকী। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধার গাঢ়তায় পরমার্থবিষয়ে আভাসময়ী, ব্যবহারবিষয়ে পূর্ণা। অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ায় পরমার্থবিষয়ে একদেশিনী ; ব্যবহারবিষয়ে প্রায় পূর্ণা। নিষ্ঠাতে পরমার্থবিষয়ে বহুদেশব্যাপিনী ; ব্যবহারবিষয়ে প্রায়িকী। রুচিস্তরে পরমার্থবিষয়ে প্রায় পূর্ণা, ব্যবহারবিষয়ে এক-দেশব্যাপিনী। আসক্তিস্তরে পরমার্থবিষয়ে পূর্ণা, ব্যবহারবিষয়ে গন্ধমাত্রী। ভাব বা রতিস্তরে পরমার্থবিষয়ে আত্যন্তিকী, ব্যবহার-বিষয়ে আভাসময়ী। প্রেমাবস্থায় পরমার্থবিষয়ে পরম আত্যন্তিকী, ব্যবহারবিষয়ে গন্ধশূন্যা। (মাধুর্য্যকাদম্বিনী, অষ্টমামৃতবৃষ্টি)।

"পূর্ণাহন্তাময়ী সাক্ষাদ্ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা।"
(প্রীতিসন্দর্ভঃ ৩১ অঃ)

অর্থাৎ পরমার্থবিষয়ে পূর্ণ অহন্তাময়ী অভিমানই প্রেমলক্ষণা ভক্তি।

"অস্তু তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতি।" (ভক্তিসন্দর্ভঃ ৩০৪ অনুচ্ছেদ)

মমতার পরম আস্পদ শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তি (ভাগবত ৬।১১।২৪-২৭ শ্লোকে) বলিয়াছেন—

"হে ভগবন্! আপনার শ্রীচরণযুগল যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, আমি যেন সেই হরিদাসগণের অনুদাস হই ; পরেও হইব। আপনি

আমার জীবনের অধীশ্বর। আমার মন যেন আপনার গুণরাশি স্মরণ করে, বাক্য যেন আপনার গুণরাশি কীর্তন করে, আর দেহ যেন আপনারই কার্যে ব্যাপৃত থাকে।

হে নিখিল সৌভাগ্যের মূলাধার ! আপনাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গলোকে ব্রহ্মপদ, সর্ব পৃথিবীর আধিপত্য, রসাতলের প্রভুত্ব, যোগলভ্য অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি কিংবা মোক্ষ এ সকলের কিছুই ইচ্ছা করি না।

হে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি ! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক ক্ষুধায় কাতর হইয়া যেমন মাতার প্রতীক্ষা করে, ক্ষুধার্ত শিশু যেমন মাতৃ-স্তন্য (দুগ্ধ) আকাঙ্ক্ষা করে, বিরহকাতরা পত্নী প্রবাসস্থ পতিকে দেখিবার জন্য যেমন অত্যন্ত ব্যগ্র হয়, সেইরূপ আমার মন তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে।

হে প্রভো ! নিজের প্রাক্তন কর্মানুসারে আমি আপনার মায়াবশে দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির প্রতি আসক্ত হইয়া সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছি ; কিন্তু প্রার্থনা এই যে, পুণ্যকীর্তি আপ-নার ভক্তগণের সহিত আমার সখ্য, বন্ধুত্ব, আসক্তি হউক ; দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্রাদির সহিত যেন আর না হয়।"

উপসংহারে—"কামিনামিতি মলমূত্রতয়া পরিণামিভিরন্নজলাদি-ভিস্তর্প্যমাণো যো দেহস্তত্তর্পণেচ্ছারূপ কামস্বভাবানামিতি।" (ভাঃ ১০।৩০।৩৪ ক্রমসন্দর্ভ টীকা) অর্থাৎ যে অন্ন ও জলের পরিণাম মল ও মূত্র, সেই অন্ন ও জলের দ্বারা পালিত ও পোষিত হইতেছে যে দেহ, সেই দেহের সুখ বা তর্পণ-ইচ্ছার নাম কাম ; সেই কাম থাকিতে জীব যথার্থ হিতাহিত বুঝিতে পারে না।

"কামে মোর হত চিত, নাহি মানে হিতাহিত"

(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)।

অতএব সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধাই সকল শ্রেয়ঃ লাভের মূল।

"শ্রদ্ধাশরণাপত্ত্যোরৈকার্থং লভ্যতে।"

(ভক্তিসন্দর্ভঃ ১৭৩ অনুঃ) অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও শরনাগতির একই অর্থ ; শরণাগতি ছয় প্রকার—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১।৪১৭-১৮ ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্র)

শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির অনুকূল-বিষয়গ্রহণে সঙ্কল্প, প্রতিকূল-বিষয় বর্জন, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করিবেন, তৎপ্রতি এই দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন, তাঁহাকে রক্ষাকর্তা (পতি) রূপে বরণ, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ এবং 'হে ভগবন্! আমি তোমারই, আমায় রক্ষা কর—রক্ষা কর', বলিয়া তাঁহার নিকট আর্তি প্রকাশ। এই ছয় প্রকার হইল শরনাগতের লক্ষণ।

এই শরণাগতি লাভের উপায় একমাত্র সাধুসঙ্গ। "ইয়ং প্রপত্তিঃ সৎসঙ্গহেতুকা।" (তত্ত্বসন্দর্ভ টীকা, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ)।

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্ নমস্তে জীবেত
যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৮)।

ব্রহ্মা কহিলেন—"হে ভগবন্! তোমার অনুকম্পা নিরীক্ষণ করিয়া অর্থাৎ কবে তোমার দয়া হইবে - এই প্রতীক্ষায় চাতকের মত একতান্ হইয়া অনাসক্তচিত্তে নিজ অর্জ্জিত কর্মফল ভোগ করিতে করিতে যিনি কায়মনোবাক্যে তোমার প্রতি নমস্কার বিধানকরত জীবিত থাকেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাগী হয়েন।

এই 'জীবেত' শব্দের অর্থ-সম্বন্ধে—বৈষ্ণবতোষণ্যাং সন্দর্ভে প্রণব ব্যাখ্যায়ামার্ষবাকাম্—

"অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ কথ্যতে।
মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

অনুবাদ—'অ'কার বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, উ'কার শ্রী অর্থাৎ শ্রীরাধিকা, উভয়ের দাসত্বই বা অধীনত্বই 'ম'কার ; 'ম'কারকে পঞ্চ-বিংশতত্ত্ব বলা হয়। 'অ'কার 'উ'কার মিলিয়া 'ও'কার হয়। 'ও' কার ভিন্ন 'ম'কারের স্থিতির যেমন সার্থকতা নাই, সেইপ্রকার ভগবানের অধীনত্ব ভিন্ন অহং পদবাচ্য জীবের স্বতন্ত্র স্থিতি থাকিতে পারে না।

অর্থাৎ 'আমি ভগবদ্দাস' এই অভিমানই ভক্তিপথে অবস্থিতি ; ইহাই জীবের জীবন এবং ভক্তিপথে অনবস্থানই মৃত্যু। জীবিত পুত্রই পিতৃসম্পদের অধিকারী হয়, মৃতপুত্র হয় না।

এই শ্লোকের "ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্" অংশের টীকা—"সুখং দুঃখং চ ভগবদ্ অনুকম্পায়াঃ ফলমেবেদম্ ইতি পিতা যথা স্ব-পুত্রং সময়ে সময়ে দুগ্ধং নিম্বরসঞ্চ কৃপয়ৈব পায়য়তি, আশ্লিষ্য চুম্বতি, পাণিতলেন প্রহরতি, চেত্যেবং মম হিতাহিতং পুত্রস্য পিতেব মৎ প্রভুরেব জানাতি, নত্বহম্।" (সারার্থদর্শিনী)।

তাৎপর্য—সুখ ও দুঃখ ভগবৎ-কৃপারই ফল। যেমন পিতা নিজ পুত্রকে সময়ে সময়ে দুগ্ধ ও নিম্বরস প্রদান করেন, আলিঙ্গন, চুম্বন এবং হস্তদ্বারা প্রহার করেন ; ইহা একই কৃপার কার্য, পুত্রের যথার্থ হিতাহিত একমাত্র পিতাই জানেন। তদ্রূপ ভগবৎ পাদপদ্মে প্রপন্ন ভক্ত সর্বদাই মনে করেন—আমার মঙ্গলামঙ্গলের যাবতীয় বিধান শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে। আমার মঙ্গল আমি যত না বুঝি, আমি যত না জানি, মদীয় সর্বস্ব শ্রীভগবানই আমার মঙ্গলামঙ্গল

ততোধিক জানেন। তাঁহার যে বিধানে আমার মঙ্গল হয়, তাহাই তিনি বিধান করিতেছেন ও করিবেন। প্রাকৃতিক দুঃখের মধ্যে আমাকে রাখিয়া যদি মঙ্গল হয় অথবা প্রাকৃতিক সুখের মধ্যে রাখিয়া যদি আমার মঙ্গল হয়, তবে তিনি তাহাই করিবেন। তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্তী হওয়াই আমার জীবাতু—এইপ্রকার মনে করিয়া ভগবদ্ভক্তগণ নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করেন না, সুতরাং প্রারব্ধ ধ্বংশের ও ইচ্ছার উদয় হয় না। তাঁহাদের যে প্রারব্ধের ফল দেখা যায়, তাহা নামমাত্র "বিড়ালীদন্তস্পর্শন্যায়" ; বস্তুতঃ প্রারব্ধজনিত সুখ-দুঃখে তাঁহারা অভিভূত হন না। যেমন বিড়ালী নিজ শাবকের গলদেশকে স্ফুটন করিয়া দুঃখ দেয় না, সেইপ্রকার ভক্তের ইচ্ছায় ভগবান্ স্বীয় ভক্তের প্রারব্ধাকার রাখিয়া দিলেও তাঁহাকে প্রারব্ধজনিত দুঃখাদি দান করেন না। বিড়ালী নিজ মুখ ও দন্তদ্বারা নিজ শাবক ও ইন্দুরকে একরূপে ধারণ করিতে দেখা গেলেও যেমন উভয়ের ভেদ রহিয়াছে, ভক্ত ও অভক্তের প্রারব্ধও তদ্রূপ। আর যে সকল ভক্ত বিশেষ কারণবশতঃ প্রারব্ধ ধ্বংশ করিতে ইচ্ছা করেন, ভক্তি অনুসারে তাঁহাদের প্রারব্ধ ধ্বংশ হয়। ইহাই বিদ্বদ্বৈষ্ণব-অনুভব!

কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে—

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকে॥"

সুখ ও দুঃখের দাতা অন্য কেহ নহে। অপরে আমাকে দুঃখ বা সুখ দিতেছে, ইহা ভুল ধারণা ও কুবুদ্ধি। ভালমন্দ কার্য করি, ইহা বৃথা অভিমান ; যেহেতু লোকসমূহ স্বকর্ম অর্থাৎ নিজ নিজ কর্মসূত্রে আবদ্ধ।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৪।১৫-১৭) শ্লোকের টীকায় শ্রীল-মুকুন্দদাস গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন (অনুবাদ)—'সাধনভক্তির অনর্থনিবৃত্তিস্তরে প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধরূপ পাপ নাশ হয়, রুচিস্তরে পাপবীজ নাশ হয়, আসক্তিস্তরে মূলকারণ অবিদ্যা নাশ হয়'। (ঐ ১।২।২২ টীকায়) শ্রীচক্রবর্তিপাদ—'ভক্তগণের প্রারব্ধমাত্রের নাশ হইলেও যে সুখ-দুঃখ দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ বলিতেছেন—(অনুবাদ) সুখকে ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল এবং দুঃখকে কোথাও ভগবদ্দত্ত, কোথাও বা বৈষ্ণব-অপরাধাদির ফল বলিয়া বিবেচনা করিবে। প্রারব্ধক্ষয়ে দেহপাত হয় না কেন? তদুত্তরে (মু) বলিতেছেন—ভক্তিসহায়ক অন্যান্য কর্ম থাকে বলিয়া প্রারব্ধনাশেও দেহপাত হয় না।

জাতরতিভক্ত যুধিষ্ঠির, ভরত, চিত্রকেতু প্রভৃতি রাজগণের যে প্রারব্ধ দেখা যায়, তাহা শ্রীভগবানের ইচ্ছা ; এই ইচ্ছার মূলে দুইটি নিগূঢ় হেতু রহিয়াছে। যথা—

"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম কারণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)।

"গুরুপুত্রমিহানীতম্" ইত্যাদি "ন্যায়েন প্রারব্ধরক্ষণারক্ষণয়োঃ স্বপ্রেমবর্দ্ধনবিদগ্ধশ্রীভগবদিচ্ছৈকময়ত্বাৎ নান্যথা ব্যাখ্যাতম্ ইতি—"
(ভাঃ ১০।২৯।১০ বৈষ্ণবতোষণী)

প্রেমোৎকণ্ঠাব্যতীত ভগবদ্দর্শন লাভ হয় না ; যদি হয়, তাহা ছায়া-দর্শনমাত্র। "আত্মানপেক্ষয়া তদেকাপেক্ষয়ৈব দৈন্যবিশেষেণ তৎপ্রাপ্তিঃ" (ভাঃ ১০।৩২।২ বৈষ্ণবতোষণী)। অর্থাৎ নিজের প্রতি কোনরূপ অপেক্ষা না রাখিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাযুক্ত হইয়া দৈন্যবিশেষ উৎকণ্ঠাদ্বারা তাঁহাকে যথার্থ ও পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়।

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)।

অতএব 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ' স্বজন-প্রেমবিবর্ধনচতুর বিদগ্ধ শ্রীভগবান্ ইচ্ছা করিয়া ভক্তের যে প্রারব্ধাকার রাখিয়া দেন, তাহা বিষদন্তহীন সর্পদংশনের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের নির্ধনত্ব-রোগ-শোকাদি দুঃখ প্রারব্ধের ফল নহে। (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩ ১৬৯ ও ভাঃ ১০।২৯ ৯ সারার্থদর্শিনী টীকা)।

তাই শ্রীকুন্তিদেবী দ্বারকা গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভব দর্শনম্ ॥" (ভাঃ ১ ৮।২৫)

অর্থাৎ 'হে জগদ্গুরো! আমাদের সেই বিপদ্সমূহ সর্বদাই লাগিয়া থাকুক, যে বিপদ্ হইতে তোমাকে সর্বদা কাছে দেখিতে পাইব।'

ঐ শ্লোকের "হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্ নমস্তে" অর্থাৎ কায়বাক্যে মনে আপনার প্রতি নমস্কার বিধান—অংশের টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'পূরেহভূমন্ ইত্যাদিরীত্যা তদ্বিধকথয়াভিরুচিতীকৃতায় তুভ্যং হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্নমো বিদধদিতি তত্রত্যাশক্তিং কুর্ব্বান্নিতি ভাবঃ। কথারুচিরূপতয়া তৎসমীপং প্রাপিতয়া (১০।১৪।৫) তৎকথা শ্রবণেনৈব ত্বং প্রাপ্তির্নান্যথেত্যুক্তম্' (১০।১৪।৬) স্বামিপাদ। অর্থাৎ আপনার কথা শ্রবণদ্বারাই আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্তি ঘটে, নচেৎ নয়।

'অতএব ভক্তাস্তদন্বেষণশ্রমং পরিত্যজ্য ভক্তিবিশেষরূপতয়া ত্বদীয় রূপগুণলীলা বার্ত্তামেব শৃণ্বন্তি তেন বশীকুর্বন্তি চ তত্রাদিভির্নমন্তঃ। তত্র তন্বা সৎকারঃ শ্রবণসময়েঽঞ্জলিবন্ধনাদিঃ। বাচানুমোদনাদিঃ। মনসা চ আস্তিক্যাদিঃ' (ভাঃ ১০।১৪ ৩ বৈষ্ণবতোষণী)

তাহা হইলে বুঝা গেল যে, তনুবাক্য ও মনের দ্বারা নমস্কার বিধান হইতেছে—কায়, বাক্য ও মনে তাদৃশ কথারুচি সহকারে

শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি। এইপ্রকার ভগবদ্রূপ, গুণ, লীলাকথা শ্রবণ করিতে হইবে। অর্থাৎ গৃহকর্তার শ্রীমূর্তিধ্যান ও সাদরে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক তাঁহার কৃপা-প্রার্থনা, তাঁহার ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রবণ। ইহার বাক্যদ্বারা অনুমোদন, উচ্চ-প্রশংসন, শ্রোতার বক্তার প্রতি অভিনন্দন, মনের মধ্যে আস্তিক্য-বুদ্ধি সংরক্ষণ, চিত্তের বিষয়ীভূতকরণ ইত্যাদি।

ভাঃ ২৮৷৫-৬ শ্লোকার্থ—শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীহরির লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্তন করিতে করিতে অবিলম্বে ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া শ্রোতা ও বক্তার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। "স্বপ্রযত্নং বিনা ভগবান্ স্বয়মেব হৃদি বিশতি"—টীকা—স্বামিপাদ।

শরৎকাল যেমন জলের আবিলতা দূর করে, সেইরূপ শ্রীভগবানও লীলাকথা শ্রবণরত ভক্তগণের কর্ণবিবরদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া কামনাবাসনাদি-মল শোধন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১ম পরিচ্ছেদে—

"শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ॥"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা—'অজ্ঞানাদি—অজ্ঞান, বিপর্য্যাস, ভেদ, ভয়-শোকাঃ। অস্যার্থঃ—অজ্ঞানং স্বরূপাপ্রকাশঃ। বিপর্য্যাসো—দেহাদাবহংবুদ্ধিঃ, ভেদ—ভোগে। ভেদঃ—ভোগেচ্ছা, তৎ প্রতিঘাতে ভয়ম্। শোকঃ—তন্নাশে অহমেব-মৃতোঽস্মীতি বুদ্ধিঃ।'

অনুবাদ—অজ্ঞানাদি যথা—অজ্ঞান, বিপর্যয়, ভেদ, ভয়, শোক।

অজ্ঞান—স্বরূপবিস্মৃতি। বিপর্যয়—দেহাদিতে অহন্তা-মমতা-বুদ্ধি। ভেদ—ভোগবাসনা। ভয়—ভোগবাসনায় প্রতিঘাত উপস্থিত হইলে চিত্তের ভীতি। শোক—ভোগ্যবস্তুর নাশে 'আমি মরিয়াছি' এইপ্রকার বুদ্ধিদোষ—যথা বিষ্ণুযামলে—

'মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ।
লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসাখেদপরিশ্রমৌ ॥
অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ।
বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ ॥'' ইতি।

অষ্টাদশ দোষ যথা, মোহ—মুগ্ধতা; তন্দ্রা—খেদজনিত পরিশ্রম; ভ্রম—অন্য বস্তুতে অন্য জ্ঞান; রুক্ষরসতা—প্রীতি-সম্বন্ধ বিনা রাগ; উল্বণ কাম—দুঃখপ্রদ লৌকিক কাম; লোলতা—চাঞ্চল্য, মদ—বিবেকহারী উল্লাস; মাৎসর্য—পরশ্রীকাতরতা, হিংসা—পর-দ্রোহ, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য—মিথ্যাভাষণ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম—জাগতিক বস্তুতে আবেশ, বিষমত্ব—বৈষম্য এবং পরাপেক্ষা।

শ্রীশিববাক্য—"বিনু সত সঙ্গ ন হরিকথা, তেহি বিনু মোহ ন ভাগ।
মোহ গয়ে বিনু রামপদ, হোই ন দৃঢ় অনুরাগ॥"
(রামায়ণ)

তপস্যালব্ধ বস্তুর প্রতি বীতস্পৃহ ধ্রুব শ্রীনারায়ণসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"সতত তোমার সেই ভক্তিপরায়ণ।
অমল আশয় যত সাধুমহাজন॥
তাঁহাদের সঙ্গ যেন হয় নিরন্তর।
হে অনন্ত! কৃপা করি দেহ এই বর॥
তাহ'লে তোমার গুণকথামৃতপানে।
মত্ত হইয়া তুচ্ছ করি দুরন্ত তুফানে॥
ভীষণ দুস্তর এই ভবপারাবার।
অনায়াসে সাঁতারিয়ে হয়ে যাব পার॥"
(ভাঃ ৪।৯।১১ শ্লোকার্থ)

পক্ষিকুলাধিরাজ বৈকুণ্ঠপার্ষদ গরুড় বায়সকুল-পাবন ভূষণ্ডির মুখে শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণে আপ্যায়িত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"মোরে মন প্রভু অস বিশ্বাসা।　রামতে অধিক রাম কর দাসা॥
রাম-সিন্ধু ঘন-সজ্জনধীরা।　চন্দন-তরুহরি সন্ত সমীরা॥"(রামায়ণ)

"এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধুমহান্ত মেঘগণ, বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল, ভক্ত খায় নিরন্তর, তার শেষে জীয়ে জগজন॥
এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন, চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক গর্ত্তে, অমেধ্য-কর্কশাবর্ত্তে, যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ পঃ)

"যাহ, পড় ভাগবত বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবেত বুঝিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

(শ্রীহরিকথা শ্রবণের মহিমা-সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন দাস ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ মহারাজের সম্পাদিত 'শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

'শাস্ত্রেণ তত্তাৎপর্য্যেণ তদনুসারিমহাজনপ্রসিদ্ধ্যা তত্তদনুসারি-সম্ভবেন চতুর্ভিঃ প্রমাণৈর্জ্ঞাতব্যঃ।' (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।৪৪ টীকা—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ)।

চিত্তের বিকাশ ও সঙ্কোচনই ধর্ম্মাধর্ম্মের মাপকাঠি। যাহাতে চিত্ত সঙ্কোচিত, স্বার্থপর, ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, তাহা অধর্ম এবং যাহাতে চিত্তের বিকাশ ঘটে, সরসভাবে চিত্ত প্রফুল্লিত, প্রীতি-মসৃণীত হয়, তাহাই ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত নিবাস বৈকুণ্ঠে। এই জগতে সর্বত্রই ভয়, পরিণাম-বিরসতা, মহাস্বার্থের সঙ্কোচতা বিদ্যমান। মহারাজা-

ধিরাজের চিত্তও সতত কুণ্ঠিত ; অতএব যে স্থানে কুণ্ঠা নাই, সেই ভগবৎ-প্রেমরাজ্যই বৈকুণ্ঠ।

ধর্মের ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যতপ্রকার আন্দোলন-আলোচনা হইয়াছে, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নে শ্রীরামরায়ের প্রত্যুত্তরে বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। জগতের আর কোনও ধর্মশাস্ত্রে উহার শতাংশের একাংশও পরিদৃষ্ট হয় না।

'ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' পর্যন্তই বেদান্তের চরমসীমা অর্থাৎ শান্তভাবেই সেই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি। "কৃষ্ণে নিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ শান্তের দুই গুণ"। "শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন। পরমব্রহ্ম-পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥" 'কেবল স্বরূপ-জ্ঞান হয় শান্তরসে। পূর্ণৈশ্বর্য-প্রভু জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥' (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ)।

শ্রীমদ্ভাগবত ৮·৮·১৪ শ্লোকের টীকা—'যদপ্রাকৃতসৌরূপ্য-সৌরভ্যাদি বৈফল্যাপত্তেঃ (বিশ্বনাথ) তেষাং শমদমাদিগুণানাং মায়িকত্বাৎ ইতি' (ক্রমসন্দর্ভঃ)।

'প্রাকৃতাপ্রাকৃত বিষয়াসক্তিমাত্ররহিত সনকাদি ইতি' (সাঃ দঃ টীকা)।

অর্থাৎ শান্তভক্তগণের প্রাকৃত বিষয় রূপ-রসাদিতে যেমন আসক্তি নাই (ইহা শ্লাঘনীয়) তদ্রূপ অপ্রাকৃত বিষয় শ্রীভগবানের সৌন্দর্য, সৌরভ্য, সৌন্দর্যাদি মাধুর্য আস্বাদনেও আসক্তি নাই বা সামর্থ্য নাই (ইহা অশ্লাঘনীয়)। তাঁহাদের শমদমাদি গুণ মায়িক সত্ত্বগুণের বৃত্তি। (জ্ঞানী যোগী মুনিগণ)।

শান্তে কৃষ্ণনিষ্ঠতা আছে কিন্তু প্রেমের সেবা নাই ; দাস্য-ভক্তিতে কৃষ্ণে নিষ্ঠা ও সেবা দুইই আছে।

"শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম-সাধনার আরম্ভ হইতেছে শান্তের উপরস্তর অর্থাৎ দাস্যপ্রেম হইতে। সখ্য ও বাৎসল্য তাহার ক্রমবিকাশ এবং চরম বিকাশ বা পরিণতি মধুরভাবে। এই মধুরেই সব ভাবের সমাহার। যথা—

"আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য পায় প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

মহাপ্রভুর মহান্ প্রেমধর্মে শাক্যসিংহের বৈরাগ্য, সরস্বতীর বিদ্যা, বৃহস্পতির বুদ্ধি, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য, প্রহ্লাদের সহিষ্ণুতা, ভীমার্জুনের শৌর্য-বীর্য-পরাক্রম, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, অথবা জগতে যাহা কিছু গৌরবজনক, তৎসমস্তই অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার প্রিয় পরিকর শ্রীপাদ রূপ-সনাতনাদি আচার্যবর্যগণের রচিত গ্রন্থ অনুশীলনে এই সব বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক স্থূল ও সূক্ষ্মদেহাতীত চিৎকণ (তটস্থাশক্তি) জীবের স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব বা নপুংসকত্ব কোন ভাবই নাই, ভাব অনুরূপ দেহ লাভ হয়।

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ)

শান্তরসে চিৎকণস্বরূপ জীবের নপুংসকভাব, দাস্য ও সখ্যরসে পুরুষভাব, বাৎসল্যরসের মধ্যে মাতৃবাৎসল্যে স্ত্রীভাব, পিতৃবাৎসল্যে পুরুষভাব এবং মধুররসে স্ত্রীভাবের উদয় হইয়া থাকে। ভাব অনুসারে পরমব্রহ্ম রসরাজ শ্রীকৃষ্ণই সকলের উপাস্য। শান্ত-দাস্যাদি রস সকল চিন্ময়—

"আনন্দচিন্ময় সব প্রেমের আখ্যান।'

'প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

অতএব ইহাদের দেহ চিন্ময়, সুতরাং দেহ-দেহী ভেদ নাই ; কিন্তু মায়ার ত্রিগুণে নির্মিত নশ্বরদেহ জড়বস্তু এবং দেহী (চিৎকণ আত্মা) চিদ্‌বস্তু, সুতরাং দেহ-দেহী ভেদ রহিয়াছে, অতএব চিৎ ও জড়ের গ্রন্থিই জীবের সংসারবন্ধন এবং উভয়ের পার্থক্য অনুভবই জীবন্মুক্তি। "মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ" পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ" (শ্রীভগবদ্বাক্য ভাঃ ১১শ)।

ভগবদ্‌স্বরূপের বৈশিষ্ট্যে যেমন পরিকরের বৈশিষ্ট্য, তেমনি পরিকরবৈশিষ্ট্যে ভগবদ্‌স্বরূপের বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে। (প্রীতিসন্দর্ভঃ)

"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ॥

কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।

তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম্য ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ)

এই সব তারতম্য রসতত্ত্ব বিচার জানিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহদ্ভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রীতিসন্দর্ভ, অলঙ্কারকৌস্তুভ ইত্যাদি ভক্তিরসগ্রন্থে বর্ণিত প্রত্যেকের স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাবাদি বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকর শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ স্বরচিত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত দ্বিতীয় শতক ৩৪ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন—

"ধন্যো লোকে মুমুক্ষুর্হরিভজনপরা ধন্যধন্যস্ততোঽসৌ
ধন্যো যঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজরতিপরমো রুক্মিণীশপ্রিয়োঽতঃ।
যশোদেয়-প্রিয়োঽতঃ সুবলসুহৃদতো গোপীকান্তপ্রিয়োঽতঃ
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বর্যতিরসবিবশারাধকঃ সর্ব্বমূর্দ্ধ্নি ॥"

যাহারা এই পৃথিবীতে ভবকূপ হইতে উত্তরণের ইচ্ছা করিতেছেন, সেই মুমুক্ষুগণ ধন্য। যাঁহারা হরিভজনপরায়ণ, তাঁহারা ধন্য

ধন্য। তাঁহাদিগের হইতে উৎকৃষ্ট—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পরমা-সক্তিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের হইতেও আবার রুক্মিণীবল্লভের প্রিয়গণ ধন্য। তাঁহাদিগের হইতে যশোদানন্দনের প্রিয়গণ আরও প্রশংস্য। তাহা হইতে সুবল সখার প্রিয়গণ আরও ধন্য ; আবার তাহা হইতে গোপীকান্তাপ্রিয়ের গোপীবল্লভের ভজনপরায়ণগণ আরও ধন্য ; কিন্তু **শ্রীমদ্‌ বৃন্দাবনেশ্বরীর পরমরসবিবশ আরাধকই সকলের শিরোমণি।**

উক্ত সাধ্যশিরোমণি-সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু তদীয় শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে (২।১।২১) বলিয়াছেন যে, 'সর্বনৈর-পেক্ষেণ রাধাদাস্যেচ্ছবঃ পরম্' অর্থাৎ যাঁহারা সর্বপ্রকার সাধ্য-সাধনে অপেক্ষারহিত চিত্তে ও তাদৃশ প্রেমের সহিত সতত শ্রীরাধিকার দাস্য-কামনায় তাঁহার নাম সংকীর্তন করেন তাঁহারা পরম শ্রেষ্ঠ। টীকাতেও রাধাদাস্যকে সর্ব 'অসাধারণ পরম মহাসাধ্যবস্তু' বলা হইয়াছে।

"আভীর-পল্লীপতি-পুত্র-কান্তা-দাস্যাভিলাষাতিবলাশ্ববারঃ।
শ্রীরূপ-চিন্তামলসপ্তিসংস্থো মৎস্বান্ত দুর্দান্ত হরেচ্ছুরাস্তাম্ ॥"

(স্তবাবলী)

আভীর-পল্লীপতি নন্দরাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের কান্তা শ্রীরাধিকার দাস্যবিষয়ক মদীয় অভিলাষরূপ বলবান্ অশ্বারোহী শ্রীরূপগোস্বামীর চিন্তারূপ নির্মল ঘোটকে আরোহণ করিয়া আমার চিন্তারূপ দুর্দান্ত ঘোটকের অভিলাষী হউন অর্থাৎ আমার চিন্তাভি-লাষ শ্রীরূপের অমল চিন্তান্বিত হইয়া শ্রীরাধার দাস্যে নিযুক্ত থাকুক।

—:*:—

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

পরিশিষ্ট

শ্রীমৎ জীব গোস্বামিপাদ—ভক্তিসন্দর্ভঃ ৫৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—'দেবাদি-জন্মনি মহাবিষয়াবেশাৎ—পশ্বাদি-জন্মনি বিবেকাভাবাচ্চ, মানুষং জন্ম চ প্রাপ্য ন বিলম্বেতেত্যাহ।'

অর্থাৎ দেবাদি জন্ম উৎকৃষ্ট বিষয়ভোগের মহাবেশহেতু ও পশু প্রভৃতি জন্ম বিবেকের অভাবহেতু ভজনের উপযোগী নহে। তাই শাস্ত্র বলেন, মানবদেহব্যতীত অন্যদেহে ভগবদ্ভজন হইবার নহে। "নরতনু ভজনের মূল" (শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর)।

মানবদেহে যে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি পাওয়া যায়, দ্বিতীয়াভিনিবেশ ছাড়াইয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণাবেশে ভাবিত করিতে পারিলে ভজনসাধন সুখকর হয়। মানবদেহব্যতীত অন্য সমস্ত অর্থাৎ দেবগন্ধর্বাদি দেহ ও পশু প্রভৃতি দেহ ভোগদেহ, তাহাতে শুভাশুভ কর্মফল ভোগ করা যায় মাত্র। ঐ দেহে নূতন কর্মও করা যায় না—কর্মফলের খণ্ডনও ঐ দেহে সম্ভব নহে; শ্রীকৃষ্ণভজন তো নহেই। মানবদেহ নূতন নূতন কর্মের সৃষ্টি করিয়া দেহী বা আত্মাকে পুনরায় বদ্ধ করিতে পারে অথবা উপযুক্ত ভজনসাধনদ্বারা কর্মের বন্ধন হইতে জীবকে চিরমুক্ত করিতেও পারে। তাই মানবদেহের অশেষ মহিমা শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। যাঁহারা সাধুসঙ্গ সাধুকৃপার প্রভাবে বিষয়াদি হইতে মনকে দূরে রাখিয়া প্রীতিভরে শ্রীগোবিন্দের ভজনাদি করিতে পারেন, তাঁহারাই মানবদেহ ধারণের অমৃতময় ফল সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হন।

উপনিষদ্-নিবন্ধে দেখা যায়—সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ প্রথম প্রথম স্বসৃষ্ট গো, অশ্বাদির দেহ দেখিয়া "নৈতৎ সুকৃতম্" অর্থাৎ ইহা ভাল হয় নাই, বলিয়াছিলেন। পরিশেষে মনোমত মানবদেহ নির্মাণ করিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"এতৎ বৈ সুকৃতম্"—এই দেহ অতি সুন্দর হইয়াছে। কেননা এই দেহে মানব আমাকে (ব্রহ্মকে) দেখিবার মত জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। "ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদ-মাপ দেবঃ।" (ভাঃ ১১।৯)।

"তৃষ্ণয়া ভববাহিন্যা যোগ্যৈঃ কামৈরপূরয়া।
কর্ম্মাণি কার্য্যমাণোঽহং নানাযোনিষু যোজিতঃ ॥
যদৃচ্ছয়া লোকমিমং প্রাপিতঃ কর্ম্মভির্ভ্রমন্।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং তিরশ্চাং পুনরস্য চ ॥"

(ভাঃ ৭।১৩।২১)

অজগরব্রতী মুনি শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়কে বলিলেন—'হে রাজন্! সংসার-প্রবাহ প্রবর্তক যে তৃষ্ণাকে যথোচিত বিষয় সকল ভোগদ্বারাও পূরণ করিতে পারা যায় না, সেই তৃষ্ণাকর্তৃক কর্মসকলে প্রবর্তিত হইয়া আমি পূর্বে নানা যোনিতে প্রবেশিত হইয়াছিলাম। পরে স্বীয় কর্মদ্বারা ভ্রমণ করিতে থাকিলে সেই তৃষ্ণাই আমাকে যদৃচ্ছাক্রমে এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত করাইয়াছে। এই দেহ স্বর্গ ও অপবর্গের (মুক্তির), কুক্কুর, শূকরাদি তির্যগ-যোনির এবং মানব-যোনিরও দ্বারস্বরূপ।'

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের টীকার তাৎপর্য—

সংসার-প্রবাহ প্রবর্তক দুষ্পূরণীয় আশাতৃষ্ণাকে নদীসদৃশ বলা হইয়াছে। ইন্দ্রকর্তৃক বৃষ্টির জলে নদীসকল পূর্ণ হয় কিন্তু ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্ট বিষয়ভোগোপকরণসমূহ উপভোগের দ্বারাও জীবের আশাতৃষ্ণা নদীর পূরণ হয় না। নদীর স্রোতে যেরূপ তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ,

কণ্টকাদি থাকে, তদ্রূপ আমিও দেবতা, পশু, তির্যগাদি বহুযোনিতে প্রবিষ্ট হইয়াছি। নদীস্থিত গ্রাহ, কচ্ছপ, আবর্তাদির ভয়ে পরিত্রাণের আশায় যেমন বহুবিধ উপায় সৃজন করা হয়, তদ্রূপ আমিও কাম-ক্রোধাদি, রোগ, শোক, ক্ষুধা-পিপাসা, জন্ম-মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া পরিত্রাণের জন্য নানাবিধ কর্মের সাধন করিয়াছি, কিন্তু কোন প্রতিকার পাইলাম না।

নদীমধ্যে যেমন কদাচিৎ কোথাও চতুষ্পথ সৈকতদেশ (চারিটি পথযুক্ত বালুকাময় স্থান) পাওয়া যায়, তদ্রূপ আমিও এই সংসার-প্রবাহ নদীমধ্যে চতুষ্পথ সৈকতদেশের ন্যায় এই মানবদেহ লাভ করিয়াছি। অর্থাৎ নদীর চতুষ্পথ সৈকতদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে স্থলের দিকে গিয়া চিরশান্তিময়-স্থান লাভ করিতে পারে, আবার নদীর স্রোতে পূর্ববৎ ভাসিতেও পারে। তদ্রূপ সংসার-প্রবাহ প্রবর্তক তৃষ্ণার তৃষ্ণাযুক্ত মানব পুণ্যদ্বারা দেবদেহ, পাপদ্বারা শূকরাদি তির্যক্‌দেহ, মিশ্রিত পাপ-পুণ্যদ্বারা মানবদেহ এবং জ্ঞান ভক্তি-সাধন দ্বারা অপবর্গ লাভ করিয়া থাকে। (অর্থাৎ জ্ঞানসাধনদ্বারা তৃষ্ণার ক্ষয় হইলে নির্বাণমুক্তি এবং ভক্তি-সাধনায়—কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য তৃষ্ণা শূন্য, কেবল কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবৈক তৃষ্ণাহেতু পার্ষদদেহে সাক্ষাৎ প্রেমসেবানন্দ লাভ হইয়া থাকে। মানবদেহ ধারণের ইহাই চরম সৌভাগ্য।)

সংসারে লক্ষ লক্ষ জন্ম ঘুরিতে ঘুরিতে যে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়, সে সংসার খাঁচার দ্বার খোলা পাইয়াছে জানিতে হইবে। পাখী যেমন খাঁচার দ্বার খোলা পাইয়াও তুচ্ছ গোটাকতক তণ্ডুলকণার লোভে খাঁচা ছাড়িয়া বাহির হইতে চাহে না, সংসারাসক্ত মানুষও তেমনি মনুষ্যদেহ পাইয়াও তুচ্ছ সংসার-সুখের জন্য মুক্তির কোন চেষ্টাই করে না; সেই খগবৎ গৃহাসক্তজনকে শাস্ত্রে আরূঢ়চ্যুত বলিয়াছেন।

যথা—ভাঃ ১১।৭।৭৪ শ্লোকে—

"যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতম্।
গৃহেষু খগবৎ সক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ॥"

তাই শ্রীল প্রেমানন্দ ঠাকুর মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন—

"এমন জনমে, হরি না বলিলি, ফেরেতে পড়িলি ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, আবার চৌরাশী, কবে বা ফিরিতে যাই॥" ৫৪
"কামিনী কাঞ্চন, হৃদয়ে রঞ্জন, তাহাতে মগন থাক।
এদিকে তোমার, কি দশা ঘটিছে, তার কিছু খোঁজ রাখ॥
চৌরাশী নরকে, যাবে একে একে, পথ পরিষ্কার প্রায়।" ১০৬

অনেকে মনে করেন, মানুষ মরণের পর আর পুনর্জন্ম লাভ করে না, কারণ মানুষ-জন্মই চরম-জন্ম। আবার কেহ কেহ বলেন—মানুষদেহত্যাগে পুনর্জন্ম হইলে মানুষই হয়, অর্থাৎ মানুষ মরিয়া মানুষই হয়, অন্য কিছু হয় না। ইহা ভ্রান্ত ধারণা, আর্যশাস্ত্রানুমোদিত নহে। মানুষের বর্তমান কর্ম-বাসনাসমূহ এবং পূর্ব পূর্ব বাসনাবীজ উভয়ে মিলিত হইয়া যাহাদের ফলোন্মুখভাব প্রবল হইয়া উঠিবে, মানুষ দেহত্যাগের পর পুনরায় তদুপযুক্ত ফলভোগের যোগ্য দেহ লাভ করিবে। এই কর্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতির উপায় একমাত্র—সাধুসঙ্গ।

"রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রট রে।
সুরদুর্লভ দেহ মানব কাহে বিফল কর রে॥
মহতাশ্রিত হওরে চিত জনম সফল কর রে।
ভবসাগর গরলাকর ত্যজি মধুপুরী চল রে॥
সুরবন্দিনী রবিনন্দিনী প্রিয় পাবনি জল রে।
শীতলতট রেণুহু লুঠ, মন কর নিরমল রে॥

বৃন্দা-বিপিনে মধু নিধুবনে, ধূলায় লোটায়ে পড় রে।
ব্রহ্মা মহেশ কমলা ত্রিদশ বাঞ্ছিত যাঁর রজ রে॥
রাধাকুণ্ড অতি অখণ্ড মহিমা সকলি পর রে।
যৈছন বারি তৈছন.প্যারী, সহ সেবন কর রে॥
শ্যামসম তীর্থ উত্তম শ্যামকুণ্ড জল রে।
(বারি) পরশমাত্র হবে কৃতার্থ, পাইবে ভকতি ফল রে॥
নিভৃত নিকুঞ্জে কুসুমপুঞ্জে সহ কোকিল গণ রে।
সরস হাসি রাসবিলাসী রাই-গিরিধারী স্মর রে॥
গোবর্দ্ধন বন সবহু কানন রটনা রটনি কর রে।
দাস গোবিন্দ মতি অতিমন্দ সদাই স্মরণ কর রে॥"

জীবের প্রতি দেবর্ষি নারদের অদ্ভুত করুণা ও আশীর্বাদ—

"ত্বদীয়াস্তাঃ ক্রীড়াঃ সকৃদপি ভুবো বাপি বচসা,
হৃদা শ্রুত্যাঙ্গৈর্ব্বা স্পৃশতি কৃতধীঃ কশ্চিদপি যঃ।
স নিত্যং শ্রীগোপীকুচকলসকাশ্মীরবিলস,-
ত্বদীয়াঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বে কলয়তুতরাং প্রেমভজনম্॥"
(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১।৭।১৪৪)

দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—

যে কোন ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জন্মের মধ্যে একবারও আপনার ব্রজলীলা বাক্যদ্বারা বর্ণন করেন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করেন বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গদ্বারা আপনার সেই ক্রীড়া হৃদয়ে ধারণ করেন বা আপনার ক্রীড়াভূমি স্পর্শ করেন অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি কৃত-নিশ্চয় হইয়া সেই সেই লীলা ও লীলাস্থান-মাহাত্ম্যে বিশ্বস্ত হইয়া বাক্যদ্বারা, নেত্রদ্বারা, কর্ণদ্বারা বা অন্য অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গদ্বারা একবারও আপনার সেই সেই ক্রীড়া ও ক্রীড়াভূমি স্পর্শ করেন, স্পর্শ বলিতে সেই সেই ক্রীড়া বিজ্ঞাপক শ্রীভাগবত মহাপুরাণাদি স্পর্শন,

বাক্যদ্বারা স্পর্শ বলিতে ব্রজভূমি-সম্বন্ধিনী মহিমা-কীর্তন, অঙ্গের দ্বারা ক্রীড়াভূমি স্পর্শ বলিতে ব্রজরজ সম্পর্ক অর্থাৎ ব্রজের রজে অঙ্গ সংস্পর্শ বুঝাইতেছে।

এই প্রকারে যে কোন ব্যক্তি ব্রজলীলা ও লীলাভূমি স্পর্শ করেন তিনি শ্রীরাধিকাদি গোপী-কুচ-কলসরূপ মঙ্গলঘটের কুঙ্কুমদ্বারা বিলসিত বা শোভমান তদীয় পাদপদ্মযুগলে নিত্য প্রেমভক্তিলাভ করুন।

শ্রীনারদের এই প্রার্থনা অনুসারে শ্রীগোপীনাথ পরম আদরের সহিত দক্ষিণ শ্রীকরকমল প্রসারণ করিয়া "এবমস্তু" অর্থাৎ "তাহাই হউক" এই কথা বলিলেন॥

ইতি ভবকূপে জীবের গতি গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ভগবদ্বৈমুখ্যদোষে ভবকূপে নিপতিত জীবের দুরবস্থা এবং সাধু শাস্ত্র কৃপায় ভগবদ্ উন্মুখতা-চিত্র দুইখানি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রসম্মত বিবৃতিসহ অঙ্কিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডস্থ আমার ক্ষুদ্র কুটীরেই সীমাবদ্ধ ছিল।

কলিকাতা শ্রীশ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার একনিষ্ঠ সেবক বদান্যপ্রবর শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ শীল মহাশয় উহা সর্বপ্রথম ব্লকসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থগুলি নিঃশেষিত হইলে জনসাধারণের অত্যাগ্রহ দেখিয়া ঐরূপ সদাশয় (স্বীয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) কোন সহৃদয় ভক্তপ্রবর পূর্বাপেক্ষা পরিবর্ধিত আকারে ২য় সংস্করণ তদপেক্ষাও বর্ধিত সংশোধিত এবং সুবৃহৎ সূচীপত্রসহ ৩য় সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া দেন। তাহাও নিঃশেষ হওয়ায় ৫ম এবং এক্ষণে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

যাঁহাদের অর্থ-সাহায্যে উক্ত ভবকূপে জীবের গতি গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া জগজ্জীবের ঐকান্তিক এবং চরম কল্যাণপথ-প্রদর্শকরূপে ক্রমোৎকর্ষতা লাভ করিতেছেন সেই সহৃদয় ভক্তগণের ঐকান্তিক মঙ্গল শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরীর শ্রীচরণ-সমীপে নিত্য প্রার্থনা রহিল। ইতি—

বৈষ্ণব দাসানুদাস

গ্রন্থকার।

ভবকূপে জীবের গতি গ্রন্থ-সম্বন্ধে অভিমত

১। মথুরামণ্ডলস্থ বরষাণা নিবাসী পরমপূজ্য প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামী কাব্য-পুরাণতীর্থ মহোদয়ের অভিমত—

শ্রীবরষাণা। ইং ১৭ই মে, ১৯৬১

মহারাজজী! আপনার ভাবপুষ্ট ও চিত্রযুক্ত "ভবকূপে জীবের গতি" নামক শ্রীগ্রন্থখানি মাত্র ষড়বিংশতি পৃষ্ঠাব্যাপী হইলেও বাস্তবিক

বদ্ধজীবের ভবকূপগ্রস্ত জীবন্মৃত অবস্থার কষ্ট সাধকহৃদয়দ্বারা এরূপ-ভাবে চিত্রে প্রকাশ কুত্রাপি দেখা যায় না ; আবার দ্বিতীয় চিত্রে কোমল হৃদয় সাধক জীব সাধনভক্তিরজ্জুদ্বারা চিন্ময় প্রেমরাজ্যাধীশ শ্রীযশোদানন্দন প্রিয়ার শ্রীচরণ-সেবা কেমন করিয়া প্রাপ্ত হন তাহাও শ্রীভক্তিগ্রন্থদ্বারা সুপ্রমাণিত করিয়া মাদৃশ বরাকজীবের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

শ্রীনিতাই-গৌরের শ্রীচরনারবিন্দে এই কামনা করি যে, আপনার কলাচাতুর্য-বিদ্যাদ্বারা (সচিত্র শ্রীগ্রন্থদ্বারা) জীবের যেন শ্রীভগবদ্ অভিমুখে গতি হয়।

২। উত্তরপ্রদেশস্থ লক্ষ্ণৌ নিবাসী মাননীয় গভর্ণরের অভিমত—

GOVERNOR　　　GOVERNOR'S CAMP
Seal　　　UTTAR PRADESH
LUCKNOW
Uttar Pradesh　　　November 2, 1966

Sri Kunja Behari Das, disciple of late Adwait Das Baba of Brojanand Ghera, Radhakunda near Govardhan, Mathura district, has written a few useful works in Bengali, such as Bhokti Kalpalata and Bhabakoope Jiber Gati The devotional and cultural pursuits of Sri Kunja Behari Das are useful and I thank him for the same.

Sd. Biswanath Das

বঙ্গানুবাদ

রাজ্যপাল (গভর্ণর)　　　রাজ্যপাল আবাস
উত্তরপ্রদেশ　　　উত্তরপ্রদেশ, লক্ষ্ণৌ
২ নভেম্বর, ১৯৬৬

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস মথুরা জেলার গিরিগোবর্ধনের নিকট-বর্তী রাধাকুণ্ডস্থ ব্রজানন্দ ঘেরার ৺অদ্বৈত দাস বাবার শিষ্য। তিনি ভক্তি-কল্পলতা, ভবকূপে জীবের গতি প্রভৃতি কতিপয় প্রয়োজনীয়

বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাসের ভক্তিমূলক ও সংস্কৃতিমূলক এইসব কাজ খুবই উপকারী। আমি তাঁহাকে এই কাজের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

স্বাঃ বিশ্বনাথ দাস।

৩। কলিকাতা হরিহর লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত অমৃতবর্ষিণী ব্যাখ্যাসহ গ্রন্থের প্রকাশক পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়তম সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহোদয়ের অভিমত—

পরম পূজ্যপাদ রাধাকুণ্ড নিবাসী শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী দাস মহারাজকৃত "ভবকূপে জীবের গতি" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অশেষ উপকৃত হইয়াছি। মাদৃশ বিষয়ানুরাগী বহির্মুখ ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা পরম ভেষজ-স্বরূপ। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, কি উপায়ে ত্রিতাপজ্বালা নিবারিত হইবে, শরণাগতি কি, কি উপায়ে ভগবানে শরণাগত হইব ইত্যাদি বহু বিষয় ক্ষুদ্র কলেবর এই গ্রন্থখানিতে চিত্র সহযোগে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া মহারাজজী জীবের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন।

ইতি—

বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

১০।১।৬৭

৪। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এম এ, পি, এইচ, ডি, পি, আর, এস্, ভাগবতরত্ন (অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর অব কলেজ, পাটনা) মহোদয়ের অভিমত—

আপনার "ভবকূপে জীবের গতি"র দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠ করিয়া মুগ্ধ ও উপকৃত হইলাম। অতি সংক্ষেপে আপনি বৈষ্ণব-সাধনার মূল-

তত্ত্ব সহজ ভাষায় বলিয়াছেন। আপনার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থের পত্রসংখ্যা ইত্যাদি দিলে পাঠকদের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইবে।

৫　শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত অমরনাথ সেন, এম্, বি, এম, এস (লণ্ডন) ভাগবতরত্নের অভিমত—

দাদা ! আপনার ছোট পুস্তিকাটি (ভবকূপে জীবের গতি) পাঠ করিলাম। এইটি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছি, তাই আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিতেছি। সত্যই এই ছোট পুস্তিকাটির ভিতর এত অমূল্য কয়টি সিদ্ধান্ত এবং শ্লোক দিয়াছেন এবং ছবি দুইটির দ্বারা পাঠকের হৃদয়ে সহজভাবেই গ্রহণের যোগ্য করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, প্রত্যেক পাঠক ইহা পাঠ করিয়া আপনার কাছে ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন।

—*০*—

শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রমন্দির হইতে প্রকাশিত—

(ক) চিত্রে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণব-দর্শন-চিত্রাবলী—

১। চিৎ ও জড়জগতের সংস্থিতি (সৃষ্টিরহস্যে শ্রীভগবানের পুরুষাবতার ১ম, ২য় ও ৩য় পুরুষের কার্য-প্রদর্শন)।

২। সাধনভেদে সিদ্ধিভেদ (সাধন-তারতম্য-প্রদর্শন)।

৩। শ্রীকৃষ্ণ ও তচ্ছক্তিত্রয় (স্বরূপশক্তি, তটস্থাশক্তি ও মায়াশক্তির বৈভব প্রদর্শন)।

৪। সাধনক্রম (শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের পরিপক্কভাব বা স্থায়িভাব প্রাপ্তির সাধন প্রদর্শন)।

(খ) ঐতিহ্য সম্বলিত আলেখ্য বা চিত্রাবলী—

১। ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ বদ্ধজীবের ভবকূপে পতিত অবস্থা।

২। ভগবদ্ উন্মুখ মহদাশ্রিত জীবের ভবকূপ হইতে উত্তরণোন্মুখতা।

৩। ঝারিখণ্ডপথে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা।

৪। শ্রীজগন্নাথরথাগ্রে সংকীর্তনরসে শ্রীরাধাভাবোন্মত্ত গৌরসুন্দর।

৫। শ্রীপাদ রূপ-সনাতন গোস্বামি-প্রভুদ্বয়।

৬। শ্রীপাদ রূপগোস্বামি-সমীপে ছদ্মবেশে দুগ্ধভাণ্ডহস্তে শ্রীরাধারাণী।

৭। শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীরাধাদাস্যৈকজীবাতু শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী।

৮। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনাবিষ্ট শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

৯। শ্রীগোবিন্দকুণ্ডতটে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীসমীপে ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণ।

১০। শ্রীনন্দীশ্বরে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামি-সমীপে ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণ।

১১। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর সাক্ষাৎ চিন্ময়তনুদৃষ্টে অঙ্কিত অতি প্রাচীন চিত্র।

১২। সংসার-সিন্ধুতে নিমজ্জিত জীবের দুর্দশা।

১৩। (ক) মানবদেহের পরিণতি (শৃগালাদির বিষ্ঠা)।

১৪। (খ) মানবদেহের পরিণতি (ভস্ম ও কৃমি)।

১৫। নির্যাণপ্রাপ্ত শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ক্রোড়ে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশভরে নৃত্য।

শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যশাস্ত্র মন্দির হইতে প্রকাশিত —

কতিপয় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ—

১। শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধিঃ (অন্বয়ানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ ১২০.

২। শ্রীশ্রীস্তবাবলী ১ম খণ্ড (টীকা, অনুবাদ ও বিঃ ব্যাঃ সহ) ১২০.

৩। " ২য় খণ্ড " " ৮০.

৪। শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ (অন্বয়ানুবাদ ও বিঃ ব্যাঃ সহ) ৫০.

৫। শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (মুদ্রণরত)

৬। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দলীলামৃত গুটিকা ৪০.

৭। শ্রীশ্রীউৎকলিকাবল্লরি (অন্বয়ানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাঃ সহ) ৩০.

৮। শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের মর্মানুবাদ (১ম ও ২য় খণ্ড) ২২.

৯। ভক্তিকল্পলতা (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) ১২., ৩., ৩.

১০। মঞ্জরীস্বরূপ-নিরূপণ ১২.

১১। রসদর্শন (রসতত্ত্বের দার্শনিক বিচার-পদ্ধতি) ১০.

১২। শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্ ১০.

১৩। ভক্তিরস-প্রসঙ্গ ১০.

১৪। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও ঐতিহ্য ৮.

১৫। সচিত্র ভবকূপে জীবের গতি (৬ষ্ঠ সংস্করণ) ৮.

১৬। পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্য ৩.

১৭। মঞ্জরীভাব-সাধনপদ্ধতি ৪.

১৮। সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম ৩.

১৯। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্বামৃত ৩.

২০। শ্রীশ্রীরাধাদামোদর-স্তোত্র ৪.